لا اله الا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ২১শ সংখ্যা

২৩শে জেলকদ, ১৪১৩ হিঃ ।। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ১৫ই মে, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী ২১শ সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ
অনুবাদঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ২

অমৃত বাণীঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ))
অনুবাদঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৩

জুমুআর খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৮

জুমুআর খুত্‌বা (সারসংক্ষেপ)
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ২৭

একান্ত ভাবনা
জনাব নুরুল ইসলাম বি, এসসি, ৩০

সংবাদ ৩২

সম্পাদকীয়ঃ

মুহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মুহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি ॥
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের
দর্পণ স্বরূপ ॥ (ফারসী দুররে সামীন—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ২১তম সংখ্যা

১৫ই মে, ১৯৯৩ : ১৫ই হিজরত, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা—২

২৭২। এবং যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকাহ দান কর, তাহা হইলে ইহাও খুব ভাল, এবং যদি তোমরা উহা গোপনে দান কর এবং উহা দরিদ্রগণকে দাও, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, (৩৪২) এবং তিনি (ইহার কারণে) তোমাদের যাবতীয় অনিষ্ট (৩৪৩) তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। এবং তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন।

২৭৩। তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত নহে, এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা খরচ কর উহা তোমাদেরই আত্মার কল্যাণের জন্য, কারণ তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র (৩৪৪) সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করিয়া থাক, এবং ধন-সম্পদ (৩৪৫) হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

৩৪২। গোপনে দান করা এবং প্রকাশ্যে দান করা, এই উভয় প্রকারের দানই ইসলাম উৎসাহিত করিয়াছে, ইহাতে বুদ্ধিমত্তা রহিয়াছে। প্রকাশ্যে দান করিয়া মানুষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে, অন্যেরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার প্রেরণা লাভ করে। গোপনে দান করা অনেক ক্ষেত্রে শ্রেয়ঃ; কেননা দান গ্রহণকারীর অভাব-অনটনজনিত অসম্মান-বোধও ইহাতে ঢাকা থাকে এবং তাহার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না। অপরদিকে, দাতার গৌরববোধও ইহাতে সংযত থাকে।

৩৪৩। এখানে 'মিন' শব্দটি বাক্যটিকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে; অথবা 'অনেক' বা 'কতিপয়' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩৪৪। এই আয়াতটি, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাহাবীগণের সহজাত সৎকর্মশীলতার এক দলিল বা প্রসংশাপত্র। আল্লাহ্‌র পথে নিজের ধন ও অর্থ বিলাইতে তাহাদের কোনও নির্দেশের প্রয়োজন হয় নাই। আল্লাহ্‌র নির্দেশ জারী হইবার পূর্ব হইতেই, তাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায়-প্রণোদিত হইয়া এই সৎকাজ করিয়া আসিতেছিলেন। আয়াতটিতে আল্লাহ্‌তা'লা ইহাই বলিয়াছেন।

৩৪৫। 'খায়ের' শব্দটির অর্থ 'যাহা কিছু ভাল' (লেইন)। এখানে 'খায়ের' শব্দটি ব্যবহার দ্বারা 'দানের' অর্থকে বহু ব্যাপক করিয়া দিয়াছে। 'দান' করার অর্থ কেবল টাকা-পয়সা দানই নয়, বরং যত প্রকারের পরোপকার হইতে পারে, উহার সবই দান বা 'খায়ের' এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন শরীফ :

يايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم - (بقره ٢٦٨)

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হতে যা তোমরা উপার্জন কর। (বাকারা : ২৬৮)

হাদীস শরীফ :

عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما افناه و عن شبابه فيما ابلاه و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه و ما ذا عمل فيما علم (ترمذى)

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আদম সন্তান ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সামনে থেকে যেতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে : (১) তার বয়স সম্বন্ধে যে, সে কিভাবে তা কাটিয়েছে, (২) তার যৌবন সম্বন্ধে যে, সে কিভাবে তা যাপন করেছে, (৩) তার ধন দৌলতের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে কিভাবে তা অর্জন করেছে, (৪) কোথায় কিভাবে খরচ করেছে, এবং (৫) যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে তার উপর আমল করেছে কিনা ?

ব্যাখ্যা : খোদা প্রদত্ত প্রতিটি নেয়ামতের হিসেব দিতে হবে। ইহা হলো ইসলামের বিশ্বাস। প্রতিটি নেয়ামতকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। কেননা কোন বাগান যেমন পানি ছাড়া সবুজ থাকতে পারে না তেমনই কোন ঈমান সৎকর্ম ছাড়া জীবন্ত থাকতে পারে না। যদি ঈমানের সাথে আমল না থাকে তবে সেই ঈমান তুচ্ছ।

মানবের গোটা জীবনই কামনা বাসনায় পূর্ণ। এমতাবস্থায় তার সবচেয়ে বড় পাওয়া ও কামনা হলো বিত্তবান হওয়া। তবে ইসলাম এই বলে যে, যে অবস্থাতেই থাকো না কেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতে হবেই সে খরচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই তুচ্ছ হোক না কেন। খোদাতা'লা শর্ত দিয়েছেন, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আমার রাস্তায় এক পয়সা খরচ করবে তাকে আমি সাতশত গুণ বেশী করে ফেরৎ দেব।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগের জেহাদের কথা উল্লেখ করে কুরআন বলছে, সেই যুগে অর্থের জেহাদ হবে সবচেয়ে বড় জেহাদ। তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্তদের আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাসে মাসে খরচ করার জন্যে বলেছেন যা বায়তুল মাল-এ জমা দিতে হবে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনমাসে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ না করে তার নাম আকাশে আমার দল হতে কেটে দেয়া হয়। এমতাবস্থায় প্রত্যক আহমদীর এই কর্তব্য, সে সেন তার চাঁদা পরিষ্কার করে ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে। নতুবা কেয়ামতের দিন এ বিষয়ে তার উত্তর দেবার কিছুই থাকবে না। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে তাঁর রাস্তায় বেশী বেশী খরচ করার তৌফীক দান করুন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদক ঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(২০শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুরূপভাবেই আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم

(সূরা আল্‌ ফাত্‌হ, ঃ আয়াত ১১), অর্থাৎ যাহারা তোমার বয়াত করে তাহারা প্রকৃত পক্ষে খোদার বয়াত করে। ইহা খোদার হাত, যাহা তাঁহার হাতের উপর আছে। এখন এই সকল আয়াতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাতকে খোদার হাত সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যতঃ উহা খোদার হাত নহে।

অনুরূপভাবে এক জায়গায় আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

فاذكروا الله كذكركم ابآءكم أو اشد ذكرا

(সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)। সুতরাং তোমরা খোদাকে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতাকে স্মরণ করিয়া থাক। অতএব এই স্থানে খোদাতা'লাকে পিতার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত করা হইয়াছে এবং রূপকও কেবল সাদৃশ্যের সীমা পর্যন্ত সীমিত।

অনুরূপভাবে খোদাতা'লা ইহুদীদের দ্বারা বর্ণিত একটি কথাকে শিক্ষারূপে কুরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ কথাটি এই যে, نحن ابنآء الله واحبآؤه (সূরা আল্‌ মায়েদা ঃ আয়াত ১৯)। অর্থাৎ আমরা খোদার পুত্র এবং তাঁহার প্রিয়। এই জায়গায় খোদাতা'লা 'পুত্র' শব্দ কি এই বলিয়া বাতিল করেন নাই যে, তোমরা কুফরী কথা বলিতেছ। বরং খোদাতা'লা বলেন, যদি তোমরা খোদার প্রিয় হইয়া থাক তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দেন কেন? উপরন্তু 'পুত্র' শব্দটি দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের কেতাবসমূহে খোদার প্রিয়জনদিগকে পুত্ররূপে সম্বোধন করা হইত।

এই সকল বর্ণনার পিছনে আমার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা কাহাকেও ভালবাসার জন্য এই শর্ত রাখিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তিকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া

সাল্লামের অনুবর্তিতা করিতে হইবে। * বস্তুতঃ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানাইয়া দেয়। ইহা এইভাবে হয় যে, এইরূপ অবস্থায় তাহার নিজের হৃদয়ে খোদা প্রেমের একটি দহন সৃষ্টি হয়। তখন এইরূপ ব্যক্তি সব কিছু হইতে নিলিপ্ত হইয়া খোদার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহার স্নেহ-ভালবাসা খোদার জন্যই হইয়া পড়ে। তখন তাহার উপর খোদা-প্রেমের একটি বিশেষ বিকাশ হয় এবং খোদা তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রেম ও ভালবাসার রঙ দান করিয়া আবেগের শক্তিসহ নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। তখন সে প্রবৃত্তির আবেগের উপর জয় লাভ করে এবং তাহার সাহায্য ও সমর্থনে সবদিক হইতে খোদাতা'লার অলৌকিক ক্রিয়া নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রচেষ্টা করিয়া যাহারা কিছু অর্জন করে তাহাদের দৃষ্টান্ত আমি বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ হইয়া থাকে যে, তাহাদের পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা থাকে না; বরং মাতৃগর্ভেই তাহাদিগকে এইরূপ একটি গড়ন দান করা হয় যে, কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রকৃতিগতভাবে তাহারা খোদাকে ভালবাসে এবং রসূল অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহিত তাহাদের এইরূপ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় যাহার চাইতে অধিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নহে। অতঃপর যতই দিন অতিবাহিত হইতে থাকে ততই তাহাদের মধ্যে খোদা-প্রেমের অভ্যন্তরীণ আগুন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে রসূল প্রেমের আগুনও বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। এই সকল ব্যাপারে খোদা তাহাদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হন। যখন ঐ প্রেম ও ভালবাসার আগুন চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় তখন তাহারা অত্যন্ত অস্থিরতা ও বেদনাবিভোর চিত্তে চাহে যে, খোদার প্রতাপ পৃথিবীতেও প্রকাশিত হউক। ইহাতেই তাহাদের স্বাদ ও ইহাই তাহাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হইয়া থাকে। তখন তাহাদের জন্য খোদাতা'লার নিদর্শন পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়। যাহারা খোদার প্রেম ও ভালবাসায় বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহার তওহীদ ও প্রতাপ প্রকাশিত হওয়ার জন্য এতখানি আকাংখা করেন যতখানি তিনি নিজে করেন। এইরূপ ব্যক্তি ছাড়া খোদাতা'লা কাহারো

---

* যদি কেহ বলে, সৎকর্ম সম্পাদন করাই তো উদ্দেশ্য, তবে মুক্তিপ্রাপ্ত ও গৃহীত বান্দা হওয়ার জন্য অনুবর্তিতার কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর এই যে, সৎকর্ম সম্পাদন করা খোদাতা'লার দেওয়া তওফীকের উপর নির্ভরশীল। অতএব যখন খোদাতা'লা কোন ব্যক্তিকে মহান কারণে ইমাম ও রসূল নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার অনুবর্তিতার জন্য আদেশ দান করেন তখন যাহারা এই আদেশ পাওয়ার পর অনুবর্তিতা করে না তাহাদিগকে সৎকর্ম সম্পাদন করার তওফীক দান করা হয় না।

জন্য স্বীয় আযীমুশ্বান নিদর্শন প্রকাশ করেন না এবং কাহাকেও ভবিষ্যতের আযীমুশ্বান সংবাদ দেন না। আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ রহস্যাবলী তাহাদের নিকট প্রকাশিত হয় এবং পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার সহিত অদৃশ্যের বিষয়াবলী তাহাদের নিকট উন্মোচন করা হয়। এই বিষয়টি তাহাদের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হইয়াছে। এই বিশেষ সম্মান অন্যদেরকে দেয়া হয় না।

সম্ভবতঃ এক নির্বোধ ব্যক্তি ধারণা করিতে পারে যে, কোন কোন সাধারণ লোক কখনো কখনো সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখে যে, কাহারো ঘরে ছেলের বা মেয়ের জন্ম হইয়াছে এবং তাহাই জন্ম হইয়া যায় এবং দেখে যে, কেহ মরিয়া গিয়াছে এবং সে মরিয়াও যায়, অথবা কোন কোন এমনই মিথ্যা ঘটনা দেখিয়া থাকে এবং তাহাই হইয়া যায়। আমি পূর্বেই এই কুপ্ররোচনার উত্তর দিয়াছি যে, এইরূপ ঘটনা কোন ব্যাপারই নহে এবং না ইহাতে কোন প্রকার পুণ্যবান হওয়ার শর্ত আছে। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং বদমায়েশ এইরূপ স্বপ্ন নিজেদের জন্য বা অন্য কাহারো জন্য দেখিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল বিষয় বিশেষভাবে অদৃশ্য থাকে, ঐগুলি খোদাতা'লার বিশেষ বান্দাগণের জন্য সহিত সম্পৃক্ত করা হয়। তাঁহাদের স্বপ্ন ও ইলহাম এবং সাধারণ লোকদের স্বপ্ন ও ইলহামের মধ্যে চার প্রকারের পার্থক্য আছে। **প্রথমতঃ** তাঁহাদের অধিকাংশ দিব্য-দর্শন অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয় এবং কদাচ এইগুলি সন্দেহজনক হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য লোকদের দিব্য-দর্শন অধিকাংশ সময় কলুষতাপূর্ণ ও সন্দেহজনক হইয়া থাকে এবং কদাচ কোন কোনটি সুস্পষ্ট হয়। **দ্বিতীয়তঃ** সাধারণ লোকদের তুলনায় তাঁহাদের নিকট এত বিপুল পরিমাণে দিব্য-দর্শন, স্বপ্ন ও ইলহাম হয় যে, যদি উভয়ের মধ্যে তুলনা করিতে হয় তবে একজন বাদশাহ্‌র ও একজন ভিখারীর সম্পদের তুলনার ন্যায় হইবে। **তৃতীয়তঃ** তাঁদের দ্বারা এইরূপ আযীমুশ্বান নিদর্শন প্রকাশিত হয়, যাহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন ব্যক্তি পেশ করিতে পারে না। **চতুর্থতঃ** তাঁহাদের নিদর্শনাবলীতে ঐগুলি গৃহীত হওয়ার নমুনা ও লক্ষণাবলী দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রকৃত প্রেমিকের প্রেম ও সাহায্যের লক্ষণাবলী এইগুলিতে প্রতিভাত হয়। ইহাছাড়া সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এই সকল নিদর্শনের মাধ্যমে ঐ সকল গৃহীত বান্দার মান-সম্মান পৃথিবীতে প্রকাশ করিতে চাহেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। কিন্তু খোদার সহিত যাহাদের পরিপূর্ণ সম্পর্ক নাই তাহাদের মধ্যে এইগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তাহাদের কোন কোন স্বপ্ন বা ইলহাম তাহাদের জন্য বিপদ হইয়া দাঁড়ায়। কেননা ইহাতে তাহাদের হৃদয়ে অহংকারের সৃষ্টি হয় এবং অহংকারের দরুন তাহারা মরে। তাহারা ঐ শিকড়ের বিরোধিতা শুরু করে, যাহা শাখার সবুজ ও সতেজ থাকার কারণ হইয়া থাকে। হে শাখা! এই কথা স্বীকার করি যে, তুমি সবুজ ও সতেজ এবং ইহাও

স্বীকার করি যে, তুমি ফুল ও ফল দান কর। কিন্তু শিকড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। এই রূপ করিলে তুমি শুকাইয়া যাইবে এবং সকল আশীষ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। কেননা তুমি অংশ। তুমি সম্পূর্ণ নহ। তোমার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা তোমার নহে; বরং ঐ সব কিছুই শিকড়ের আশীষ ও বরকত। *

এখন আমি وامابنعمت ربك فحدث

(সূরা আজ্জোহা: আয়াত ১২) অর্থ :—এবং (তোমার উপর) তোমার প্রতিপালকের যে সকল নেয়ামত আছে তাহা তুমি প্রকাশ করিতে থাক—অনুবাদক) আয়াত অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করিতেছি যে, খোদাতা'লা আমাকে ঐ তৃতীয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঐ সকল নেয়ামত দান করিয়াছেন, যাহা আমার প্রচেষ্টায় নহে। বরং মাতৃগর্ভেই আমাকে দান করা হইয়াছে। আমার সমর্থনে তিনি ঐ সকল নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, যদি

---

* ইহাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, যখন আকাশ হইতে মনোনীত হইয়া একজন নবী রসূল আগমন করেন তখন ঐ নবীর বরকতে আকাশ হইতে উন্নত পর্যায়ের যোগ্যতাও অবতীর্ণ হয় এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয় ও ইলহাম লাভের যোগ্য ব্যক্তিরা ইলহাম পান এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেকও শাণিত হইয়া উঠে। কেননা যখন বৃষ্টি হয় তখন ইহার কিছুনা কিছু অংশ সকল জমি পাইয়া থাকে। ঐ সময় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তদ্রূপই হইয়া থাকে। যখন রসূল প্রেরণ করার দরুন বসন্ত ঋতু আসে তখন প্রকৃতপক্ষে সকল আশীষের কারণ ঐ রসূলই হইয়া থাকেন। লোকদের নিকট যে পরিমাণে স্বপ্ন ও ইলহাম হইয়া থাকে ঐগুলি খোলার দরজা ঐ রসূলই হন। কেননা তাঁহার আগমনের সাথে পৃথিবীতে একটি পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং আকাশ হইতে সাধারণভাবে একটি জ্যোতিঃ অবতরণ করে। ইহা হইতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী অংশ লাভ করে। ঐ জ্যোতিই স্বপ্ন ও ইলহামের হইয়া যায়। নির্বোধ মনে করে যে, আমার গুণেই এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ নবীর বরকতেই পৃথিবীতে ইলহাম ও স্বপ্নের এই ঝরণা প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার যুগ একটি 'লায়লাতুল কদর' (অর্থৎ সম্মানিত রাত্রি—অনুবাদক)-এর যুগ হইয়া থাকে। এই যুগে ফেরেশ্‌তা অবতরণ করে, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام

(অর্থ: ইহাতে ফিরিশ্‌তাগণ এবং কামেল রূহ তাহাদের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযেল হয়—অনুবাদক) যখন হইতে খোদা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হতে ইহাই প্রকৃতির বিধান।

ঐগুলিকে এক এক করিয়া অদ্যকার তারিখ ১৬ই জুলাই, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করি তবে খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, ঐগুলি তিন লক্ষেরও অধিক হইবে। কেহ যদি আমার কসমের উপর ভরসা না করে তাহাকে আমি প্রমাণ দিতে পারি। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে খোদাতা'লা সর্বক্ষেত্রে স্বীয় ওয়াদানুযায়ী আমার প্রয়োজনীয়তা মিটাইয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে তিনি স্বীয় ওয়াদা

انی مهین من اراد اهانتک

(অর্থ: নিশ্চয় আমি তাহাকে অপমানিত করিব যে তোমাকে অপমানিত করিতে চাহিবে —অনুবাদক) অনুযায়ী আমার আক্রমণকারীদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে তিনি স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়েরকারীদিগের উপর আমাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এই রূপ যেইগুলি আমার আদিষ্ট হওয়ার সময় হইতে উদ্ভব হইয়াছে। কেননা যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে কোন মিথ্যাবাদীর এই দীর্ঘ সময় লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। কোন কোন নিদর্শন যুগের অবস্থা দৃষ্টে উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ যুগ কোন ইমামের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে বন্ধুদের অনুকূলে আমার দোয়া মঞ্জুর হইয়াছে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে অনিষ্টকারী দুশমনদের বিরুদ্ধে আমার বদ্‌দোয়া কার্যকর হইয়াছে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে আমার দোয়ায় মারাত্মক ব্যধিগ্রস্ত লোকেরাও আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের আরোগ্যের পূর্বেই আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে আমার জন্য এবং আমার সত্যায়নের জন্য সাধারণভাবে খোদা পার্থিব ও অপার্থিব ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে আমার সত্যায়নের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিগণ, যাহারা আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন, তাহারা স্বপ্নে দেখেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন, যেমন সিন্ধুর বিখ্যাত গদ্দীনশীন পীর যাহার প্রায় এক লক্ষ মুরিদ ছিল এবং চাঁচড়াবাসী খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে হাজার হাজার মানুষ কেবল এই কারণে আমার বয়াত করিয়াছে (অর্থাৎ শীষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে—অনুবাদক) যে, স্বপ্নে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে—এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং খোদার তরফ হইতে আগমন করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমু'আর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

সর্বপ্রকার অনিষ্টের একই সমাধান সর্বপ্রকার রোগের একই প্রতিকার আর তাহলো ইবাদতের (উপাসনার) প্রতিষ্ঠা।

সবচে' মূল্যবান কথা হলো এই যে, ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং ইবাদতের সারাংশ ও ঐশী-মিলন হাসিল করার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

ঐশী-ভালবাসার বিকাশ অন্বেষণ করুন। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান. এভাবে অযথা অনর্থক কথা থেকে পরিবেশকে পবিত্র করে দিন। আপনার মধ্যে উন্নতির উপকরণ রয়েছে। বৃদ্ধ কালের চেয়ে যৌবনের রক্ত অধিক উষ্ণ থাকে এবং সাধারণতঃ ধর্মের জন্যে বেশী অনুরাগ দেখা যায়। আল্লাহ. করুন আপনাদের সৌন্দর্যসমূহ অনিষ্টসমূহকে ধ্বংস করার এবং আপনাদের মধ্যে স্থায়ী জীবন সৃষ্টি করার কারণ হোক।

(হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ তারিখে জার্মানীর নাসেরবাগস্থ মসজিদে প্রদত্ত খুতবার বঙ্গানুবাদ)

অনুবাদঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযুর (আইঃ) বলেনঃ

গত কিছু দিন থেকে খুতবাতে তাবাত্তল ইলাল্লাহ্ (দুনিয়ার আকর্ষণমুক্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে যাওয়া)-এর বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে চলছিল। এর মধ্যে জামাতকে বিস্তারিতভাবে আমি ইহা বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, আল্লাহ্তা'লা যখন আমাদের নিকট ইহা আশা করেন যে, আমরা অন্যের নিকট থেকে ছিন্ন হয়ে যেন খোদার জন্যেই হয়ে যাই। তাহলে অন্যের নিকট থেকে ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্য কি? জীবনের কোন কোন অংশে মানুষের পথে কোন কোন মূর্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায় যারা (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকের পথ বন্ধ করে দেয় এবং খোদার দিকে বান্দার (দুনিয়া থেকে ছিন্ন হয়ে) ঝুঁকে যাওয়ার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। খুতবার এ ধারা টেলি সম্প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে পাকিস্তান, ভারত ও প্রাচ্যের দূর দুরান্তের দেশসমূহে পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল অর্থাৎ সেখানে পর্যন্ত এই আওয়ায পৌঁছতে ছিল এমনকি ছবিগুলোও। এজন্যে অধুনা সফরের প্রাক্কালে টেলি সম্প্রচার ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে আমি চিন্তা করেছি যে, ঐ সময় নাগাদ খুতবার ঐ ধারা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হোক যতক্ষণ পর্যন্ত না পুনরায় ঐসব দেশসমূহের সাথে

সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়, যেসব বন্ধু ঐ বিষয়বস্তু রীতিমত শুনে আসছেন, পুনরায় যখন খুতবার আন্তর্জাতিক টেলি সম্প্রচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হলে যেন তারা ইহা মনে না করেন যে, এ সময়ের মধ্যে এ প্রসঙ্গে বহু খুতবা হয়ে গেছে যাথেকে আমরা বঞ্চিত রয়ে গেছি। এজন্যে সফরের প্রাকালে যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধারা বিচ্ছিন্ন রয়েছে আমার ধারণা যে, বিভিন্ন দেশের জামাতগুলোর অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি যেসব বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জার্মানীর দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কতিপয় বিষয় নোটের আকারে লিপিবদ্ধ করেছি। এ প্রসঙ্গে এমন কয়েকজন বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যারা পাকিস্তান থেকে জার্মানী সফরে এসে থাকেন। তারা এ প্রসঙ্গে যা কিছু উপলব্ধি করেছেন তা কম বেশী পেশ করে আমাকে ঐ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

সবচে' বড় পাপ নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন

সবচে' প্রয়োজনীয় কথা যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাহলো নামাযে শৈথিল্য। আমাকে বলা হয়েছে যে, অনেক যুবক এমন রয়েছে যারা এখনও পর্যন্ত নামাযসমূহে যথারীতি দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেনি। যদিও ইবাদতের ব্যাপারে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকতার সাথে আমি খুতবা দিয়েছি আর জামাতের প্রত্যেক পর্যায় থেকে ইহা বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জামাত ইবাদতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত না আহমদীয়াত তাদেরকে কোন কল্যাণ দিতে পারে, না তাদের দুনিয়াতে সফলতা লাভের কোন অর্থ আছে। কেননা কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লেইয়া'বুদুন—সূরা জারিয়াত ঃ ৫৭ আয়াত অর্থাৎ আমি ইবাদতের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে মানুষকে সৃষ্টি করি নি। মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি তো ইবাদতের উদ্দেশ্যেই করেছি। অতএব মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি পূর্ণ না হয় তাহলে বাকী সব কথা তো গৌণ হবার মর্যাদা রাখে। আল্লাহ্‌তা'লার ঐ জামাতের সাথে সম্পর্ক আর উহার সাথেই থাকবে যারা তার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করে। এবং যখন পর্যন্ত তারা ইবাদতের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করতে থাকবে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ আর তাঁর আশিস ও তাঁর সাহায্যসমূহ এরূপ জামাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

ইহা সঠিক যে, আজ আল্লাহ্‌তা'লার আশীর্বাদে জামাতে আহমদীয়া ইবাদত প্রতিষ্ঠার দিক থেকে সমগ্র দুনিয়ার অন্যান্য জামাতের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট মর্যাদা রাখে। তারা কেবল ইবাদতের বাহ্যিক রূপই গ্রহণ করেন নি বরং উহার আত্মিক দিক থেকেও কল্যাণ লাভের চেষ্টা করছে। জামাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ এরূপ যারা ধীরে ধীরে ইবাদতের বিষয়বস্তু বুঝে নিয়েছেন এবং ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে, কেবল বাহ্যিকভাবে দাঁড়ান আর রুকূ করা পুনরায় দাঁড়ান ও সেজদায় যাওয়া ইবাদত নয় বরং জরুরী বিষয় এই যে, সাথে

সাথে মনও যেন খোদার সন্নিধানে দাঁড়ায়, মনও যেন রুকূকারীগণের সাথে রুকূতে যায় আবার দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের সাথে খোদার সকাশে সটান দণ্ডায়মান হয়ে যায় এবং পরে বিনত ব্যক্তিদের সাথে খোদার সামনে সেজদায় পতিত হয়ে যায়।

ইহা দেহ ও মনের ঐক্যবদ্ধ ইবাদত যা প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনে এক মহা বিপ্লবের সৃষ্টি করে দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কেবল দণ্ডায়মান হওয়া, রুকূ করা এবং সেজদা করাকে ইবাদত মনে করে আর ঠোঁট নেড়ে কতিপয় শব্দ আওড়ানকে ইবাদত মনে করে সারাটা জীবন এরূপ ইবাদতে শেষ হয়ে গেলেও তার কোন লাভ হবে না। কেবল এতটুকুই হতে পারে যে, সে এ কথা ভেবে দুনিয়া ছেড়ে যাবে যে, আমি খোদার খাতিরে তাঁর আদেশ পালন করেছি। কিন্তু ঐ আদেশে কি লাভ হওয়া উচিত ছিল এ প্রসঙ্গে তার কোন প্রয়োজন নেই। এজন্যে আমি জামাতে আহমদীয়াকে বারংবার এটা বুঝাতে চেয়েছি যে, নামায কি? কিভাবে পড়া উচিত, কি কি বিষয় জরুরী যা ব্যতিরেকে নামায সম্পূর্ণ হয় না আর নামাযের সময়ে কতটা চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন যা জীবনভর মানুষের সাথী হয় যেন নামাযী নামায থেকে আগের চেয়ে ক্রমাগতভাবে অধিক উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য লাভ করতে থাকে। এ লক্ষ্যে আমি মনে করি যে, যদিও দুনিয়াতে বহু নামাযী আছেন এমন ফিরকাও আছে যারা নামাযের বাহ্যিক নিয়ম-কানুন পালনে জামাতে আহমদীয়াকেও পিছনে ফেলতে পারে কিন্তু উহা একটি বাহ্যিক খোলশ ব্যতিরেকে উহার মধ্যে জীবন্ত আত্মার লক্ষণ দেখা যায় না। ওহাবী ফেরকার লোক খুবই সংখ্যাগরিষ্ঠ, অধিক সংখ্যক লোক নামায আদায় করে থাকে কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে উঠা বসাই যেন নামায। এর ফলে আত্মার মধ্যে কোন পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয় না যা তাদের আচার-আচরণে প্রতিভাত হয়। দর্শক মনে করে, কি খোদাভক্ত মানুষ! অথচ ইহা হয় না যে, তাদের মধ্যে মানব সম্প্রদায়ের জন্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্‌তা'লার সাথে ভালবাসা ও সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবন্ত ইবাদতের এ নিদর্শনসমূহ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব যখন আমি এ দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখি যে, জামা'তে আহমদীয়া ইবাদতের দিক থেকে দুনিয়াতে তুলনাবিহীন আর ইহা কেবল মুখের দাবীই নয় বরং অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সত্যতার মাপ কাঠিতে ইহা বর্ণনা করছি। কিন্তু সাথে সাথে এর প্রতিও দৃষ্টি যায় আর ইহাও তিক্ত সত্য কথা যে, জামা'তের মধ্যে যুবকদের এমন একটি শ্রেণী রয়েছে যারা নামাযে অমনোযোগী। যারা বাহ্যিক নামায আদায় করে নি তাদের অভ্যন্তরীণ নামায কিভাবে হতে পারে? অবশ্য একথাও ঠিক, যে ভালবাসার নিদর্শন রাখে যেমন আর্থিক কুরবানী পেশ করে দেয়, জীবনের এবং সময়ের কুরবানীও পেশ করে দেয়, কিন্তু যখন নামাযের সময় হয় তখন এতে সে গাফেলতি দেখায়; ঘরেও নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেয় না আর বা-জামা'ত নামাযের জন্যে যখন সুযোগ আসে তখন শৈথিল্য ও অমনোযোগিতার সাথে

নামাযে অংশ গ্রহণ করে। কুরআন মজীদ ইহাকে এক বড় রকমের ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করে। খুব বড় পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে। এরূপ নামাযী যার মন নামাযের মধ্যে থাকে না, যারা নিষ্ঠার সাথে নামাযে খোদাতা'লার সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে না, যারা অমনোযোগিতার সাথে দাঁড়ায় এবং অমনোযোগিতার সাথে সালাম ফিরিয়ে চলে যায়, বলা হয়, তাদের অবস্থান ঐ রূপ যে, লা ইলা হাউলায়ে ওয়া লা ইলা হাউলায়ে অর্থাৎ তারা না এদিকের লোক আর না ওদিকের লোক অর্থাৎ না তারা ধর্মের জন্যে আর না দুনিয়ার জন্যে। যেভাবে এক কবি বলেছেন—

নাহ্ এধারকে রাহে নাহ্ উধারকে রাহে
নাহ্ খোদাহি মিলা নাহ্ ওসালে সনম।।

অর্থাৎ এদিকেরও থাকল না, ওদিকেরও থাকল না, খোদাকেও পেল না, প্রিয়ার সাক্ষাৎও না।

সকল ধর্মের সবচে' প্রথম আর সবচে' প্রয়োজনীয় শিক্ষা

এমন সব কথার কি মূল্য যা দুনিয়াদার থেকেও মানুষকে পৃথক করে আর খোদার সাথেও সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এ জীবনের অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য। ইবাদত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে ধর্ম এসেছে এবং সকল ধর্মের মেরুদণ্ড হলো ইবাদত। সর্ব ধর্মের সবচে' প্রথম আর সবচে' প্রয়োজনীয় শিক্ষা হলো ইবাদত। সুতরাং কুরআন করীম বলে, ওমা উমিরু ইল্লা লে ইয়া'বুদুল্লাহা মুখলেসীনা লাহুদ্দীন (অর্থাৎ—এবং তাদেরকে ইহা ব্যতিরেকে আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে, ধর্মকে তার জন্যে বিশুদ্ধ করে—অনুবাদক) (সূরা বাইয়্যেনাহ্ : ৬ আয়াত)

দুনিয়াতে এমন কোন ধর্ম নেই যাকে খোদা এই হেদায়াত দেন নি যে, ইবাদতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌র ইবাদত করো মুখলেসীনা লাহুদ্দীন—ধর্মকে খোদার জন্যে বিশুদ্ধ করে তাঁর ইবাদত করো। হুনাফায়া লিল্লাহে—কথাও এসেছে। আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকতে থাক এমনভাবে ঝুঁকতে থাক যে, যখন পতিত হও তো খোদার দিকেই পতিত হও। যখন দুনিয়ার সব ধর্মকে ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার খাতিরে সৃষ্টি করা হয়েছে তখন আহমদীয়াতেরও ইবাদত ব্যতিরেকে আর কোন উদ্দেশ্য নেই বা থাকতেও পারে না। যদি মানুষ ইবাদতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় অর্থাৎ জামাতসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় আর যেভাবে আমি বর্ণনা করেছি যে, বাহ্যিকভাবে নিষ্ঠার সাথে এবং পুরোপুরি আস্বাদসহ আদায় করা উচিত এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদাকেও পূর্ণ করা দরকার আর নিজের আত্মার মধ্যে বার বার ডুবে সর্বদা এ কথার চেষ্টায় থাকুন যে, ইবাদতের ফলে নিজ আত্মার মধ্যে কোন পরিবর্তন হচ্ছে কি হচ্ছে না। আল্লাহ্‌র স্মরণ সময়মত আত্মার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে কি-না। অন্তরে

আবেগের কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় কি-না। যদি সে এভাবে নামাযসমূহ আদায় করে তাহলে নিশ্চয় এ নামাযগুলো না কেবল নিজে খাড়া হবে বরং নামাযীকেও প্রতিষ্ঠিত করে দেবে আর তার মধ্যে পবিত্র পরিবর্তনসমূহ সাধন করতে শুরু করে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায পড়ে না তার নামাযে স্বাদ আসে না আর স্বাদ না আসার ফলে সে নামায সম্বন্ধে আরও অমনোযোগী হয়ে যেতে থাকে। সে মনে করতে থাকে (নাউযুবিল্লাহ) বিনা মূল্যে একটি অযথা কাজ। অন্যান্য কাজে তো আমরা সঠিক পথে আছি। চান্দাও দিয়ে দেই। ওয়াকারে আমলেও অংশ গ্রহণ করি। জামা'তের অনুষ্ঠান ও উৎসবাদিতেও গিয়ে থাকি। সুতরাং নামায না পড়লেই কি আসে যায়। ইহা সর্বৈব মিথ্যা ধ্যান-ধারণা! যদি নামায না থাকে তাহলে কোন জিনিসেরই কোন গুরুত্ব নেই। কেননা নামায খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে আর খোদার সাথে যার সম্পর্ক নেই তার চাঁদা দেয়াও নিরর্থক তার ওকারে আমল করাও অনর্থক। তার সব কথাই ভাসা ভাসা এবং বাহ্যিকতার মূল্য রাখে। এতে কোন প্রাণ ও জীবন থাকে না কেননা ওগুলো খোদার নিকট পসন্দনীয় নয়।

নামাযসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আত্মাকে সর্বদা অনুভূতিশীল রাখা দরকার

ইবাদত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বহু কথা আমি আগেই বলেছি যেগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু এতটা বলা জরুরী মনে করি যে, ইবাদতকারী যদি সর্বদা স্বীয় আত্মার মধ্যে এ কথা অন্বেষণ করতে থাকে যে, নামাযের সময়ে খোদাতা'লার সাথে আমার সাক্ষাৎ কোন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে কিনা, কোন সংযোগ স্থাপিত হয়েছে কি-না আর এ সম্পর্কে সংযোগের ফলে আমার মনে কোন তাহরীক সৃষ্টি হয়েছে কি হয় নি, তাহলে তার জীবনে একটি বিপ্লব আসতে আরম্ভ করবে। প্রকৃত কথা এই যে, যখন আপনি কোন প্রিয় লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান অথবা দুনিয়ার ব্যাপারে কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান, যদিও সে ভালবাসার লোক হোক বা না হোক সেক্ষেত্রে যাওয়ার পূর্বেই দৃষ্টিতে এরূপ সাক্ষাৎকারের চিত্র সাধারণভাবে চিত্তে জাগরূক থাকে এবং মস্তিষ্কে কয়েক প্রকার চিন্তা ঘূরপাক খেতে থাকে যে, আমি একথাও বলব সে কথাও বলব। যদি কোন দোষারোপ করার থাকে তাহলে সে দোষারোপও করবো। যদি চাওয়ার থাকে তবে অমুক অমুক জিনিস চাইবো। কিন্তু যখন প্রকৃত সাক্ষাৎকার আরম্ভ হয়ে যায় তখন কখনও কখনও সাক্ষাতের নিজস্ব স্বাদ তার মেজাযের ওপর এক সীমা পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে যে, ঐসব কথাগুলো যা বলার অপেক্ষায় ছিল তা বলা হয় না আর মানুষ না বলেই সেখান থেকে উঠে পড়ে। এ অবস্থা এজন্যে সৃষ্টি হয় যে, ঐ সাক্ষাৎকারের এক বিশেষ প্রভাব আগেই শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের পূর্বেই ঐ প্রভাব মস্তিষ্ক ও প্রাণের ওপর নিজস্ব দখল মজবুত করে নেয় আর উহার ফলে মানুষ ঐ কথাগুলোও বলতে পারে না যা বলা খুবই জরুরী ছিল।

আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎকারের চিন্তা-ভাবনা যদি প্রকৃতই হয় তাহলে ঐ চিন্তা-ভাবনা মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে এমনই শক্তভাবে আয়ত্বাধীন করে নেয় যে, এর কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে দেখা যাবে না। ইহা এরূপ এক জিনিস যা আরেফ বিল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌র তত্ত্ব-দর্শী) অবস্থার ওপরে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে আরেফ বিল্লাহ্‌র দর্পণ থেকে দেখা যেতে পারে। প্রাত্যাহিক জীবনে সাধারণ মানুষ এ তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনাই করতে পারে না। হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) সম্বন্ধে হাদীসসমূহে লেখা আছে যে, যখন তিনি (সাঃ) নামায নাও পড়তেন তখনও তাঁর অন্তর নামাযে আবদ্ধ হয়ে থাকত। ইহা ঐ অবস্থা যা এখন আমি বর্ণনা করেছি। খোদার সকাশে বিনা ব্যতিক্রমে উপস্থিত হওয়ার চিন্তা-ভাবনা তার নিকট এতই সুখের ছিল যে, তিনি এর চিন্তা করলেও গম্ভীর হয়ে যেতেন এবং ভাবতেন যে, নামাযের অবস্থায় আমি খোদাকে কি কি কথা বলবো। দৈনিক পাঁচ বারই নয় বরং পাঁচ বার থেকে অধিক সময় তিনি (সাঃ) খোদার সম্মুখে রীতিমত উপস্থিত হতেন। কিন্তু সম্পর্কের এ এক জগৎ ছিল আর খোদার মহত্বের এমন মহান প্রভাব তাঁর (সাঃ) হৃদয়ের ওপরে পরাভব হয়েছিল যে, প্রত্যেক দিনের প্রতিবারের সাক্ষাৎকার এ প্রভাবে ঘাটতি সৃষ্টি হতে দিত না। তাঁর (সাঃ) ইবাদতের বিস্তারিত বিবরণ থেকে ইহা ধারণা করা যায় যে, নামাযে তাঁর (সাঃ) এ সম্পর্ক দিন আর দিন বেড়েই যেত এ পর্যন্ত যে, তাঁর (সাঃ) প্রাণ সর্বদা নামাযসমূহের মধ্যে জড়িয়ে থাকত। অতএব ইহা এমন একটি জিনিষ নয় যা বর্ণনা করলেই বোধগম্য হয়ে যায়। ইহা তো অন্তরের এক অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার নাম। অন্তরের এ অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে পরিশ্রম করার প্রয়োজন আর সঠিক পন্থায় সঠিক দিকে পা ফেলতে হবে। এজন্যে আমি চেষ্টা করছি যে, যেভাবে শিশুকে হাত ধরে ধরে হাঁটতে শিখানো হয় এভাবে জামাতকেও বার বার হাত ধরে ধরে কয়েক পা হেঁটে দেখাই যে, এদিকে নামাযের গতি। প্রকৃত নামায এখানে লাভ হয় এবং এভাবে আদায় করতে হয়। অতএব ঐসব লোক যারা নামায অলস তারা বড়ই হতভাগ্য। তারা নিজেদের জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে আর আগামী দিনের জন্যেও তাদের কোন লাভ হতে পারে না।

নামাযের অভ্যেস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি দান করা কর্তব্য

জার্মানী জামাতের বিশেষভাবে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য এবং সকল অংগ-সংগঠনসমূহকেও এ কথার ওপরে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত হওয়া উচিত যে, তাদের কোন সদস্যই যেন বেনামাযী না থাকে, যেভাবে আমি আপনাদের সামনে এ বক্তব্য রাখছি। নামাযের সময় আপনি এ চেষ্টা করুন যে, নামাযের মধ্যে কোন একটি অবস্থায় আপনার এরূপ সৌভাগ্য লাভ হয় যে, খোদাতা'লার সাথে কথা বলতে বলতে আপনার অন্তরে একটি আবেগের সৃষ্টি হয় একটি আহ্বানের সৃষ্টি হয়। যখন কোন প্রিয় লোকের সাথে

আপনি সাক্ষাৎ করেন তখন তার কোন কোন কথা আপনার স্মরণে থেকে যায়। তার সাথে সাক্ষাতের কোন কোন মুহূর্ত অন্তরের ওপর এমনভাবে দাগ কেটে যায় যে, মানুষ সর্বদা ঐগুলোর চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকে। নামাযের মধ্যেও এরূপ কোন প্রকার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। ঐ নামাযই জীবন্ত যা হৃদয়ের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টি করে দেয়। যা এমন এক তরঙ্গ সৃষ্টি করে দেয় যার ঢেউ দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর আপনার হৃদয় ও মস্তিষ্কে উহার ঝংকার ধ্বনিত হতে থাকে। উহার সুর মূর্ছনা আপনাকে আনন্দ দিতে থাকে। এই যে ঝংকার, এই যে সুর মূর্ছনা, ইহা তরঙ্গেরই অন্য নাম। আবেগের অর্থ ঢেউয়ের সৃষ্টি হওয়া। যদি ঢেউ বিশেষ কায়দায় তৈরী হয়, এর মধ্যে এক সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়, তাহলে তার নাম হ'ল সঙ্গীত। আপনি উত্তম গায়কের গান শুনেছেন, খারাপ গায়কের গানও শুনেছেন। হযত আপনার এ জ্ঞান কখনোই হয়নি যে, কোন সুর আপনার কেন পসন্দ হয় আর কোন সুর আপনার কেন পসন্দ হয় না। কারণ যে সুর আপনি পসন্দ করেন না তার মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন সামঞ্জস্যতা থাকে না। একটি ছোট ঢেউ উঠেছে, দ্বিতীয়টি বড় উঠেছে, তৃতীয়টিও উঠেছে, কিন্তু মাঝখানে কোথায় বিলীন হয়ে গেছে আর একে অপরের সাথে স্বভাবের মিলও হয় নি। উত্তম পাঠকের স্বরের মধ্যেও ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, বড় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, মধ্যম তরঙ্গেরও সৃষ্টি হয় কিন্তু তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক সামঞ্জস্যতার সন্ধান মিলে, স্বভাবেও মিল হয় আর যখন স্বরের মিল হয় তখন উহা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে দেয়। এভাবে যখন মানুষে মানুষে স্বভাবের মিল হয় তখনও সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়ে যায়। উহাও এক প্রকার মিউজিক বা যন্ত্র-সঙ্গীত। এরূপ এক ব্যক্তি যাকে আপনার পসন্দ হয় না তার সাথে বসা খুব কষ্টদায়ক হয়। কখনও শাস্তির অবস্থার সৃষ্টি হয়। যত দীর্ঘ সময় আপনি ঐ বৈঠকে বসেন কষ্ট তত বেশী হয়। উহাও প্রকৃতপক্ষে এরকম যেমন আপনি এক খারাপ স্বরের লোকের কথা বসে বসে শুনছেন। খারাপ স্বরসম্পন্ন লোকের স্বরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকে না। আপনার অন্তরের মধ্যে খোদাতা'লা মিউজিকের যে এক কল্পনা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন এবং যাকে সুর বলা হয় উহা এরূপ জিনিষ নয় যে, কেবল বাইরে থেকে আসে। আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের অন্তরে সুরের কল্পনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর ঐ কল্পনার সাথে যখন বাইরের সুর অথবা সঙ্গীত সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে তখন মানুষের এত আনন্দ বোধ হয় যে, ঐ আনন্দে কখনও কখনও সে আত্মহারা হয়ে যায়। এই অবস্থায় চলে যায় যাকে লোকে ভাবাবিষ্ট অবস্থা বলে থাকে আর ইহা সর্বদা মনে থেকে যায়।

বিস্তারিতভাবে আমি আপনাদেরকে এ দৃষ্টান্ত এজন্যে দিচ্ছি যে, নামাযেও খোদার অস্তিত্বের সাথে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। তখনই নামাযে সুর সৃষ্টি হবে আর যখন সুরের সেই লহরী সৃষ্টি হবে তখন উহা সর্বদা স্মরণে থাকবে। নিজ প্রিয়দের

সাথে সাক্ষাতের সময় ঐ সুর-লহরী সৃষ্টি হয় এবং উহাই আপনার আনন্দের কারণ হয়। মূর্তির মত দু'জন লোক পাশাপাশি বসে আছে তাতে বেশী যদি কিছু নাও হয় যে, যে ব্যক্তি একই মেজাযের নয় সেও চুপটি মেরে বসে একপাশে বসে থাকে তাহলে আপনিও অন্য দিকে বসে থাকেন তাহলে আপনার মধ্যে এক অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হবে, এক বিতৃষ্ণা-ভাবের সৃষ্টি হবে। বিচলিত অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, এ বিপদ যেন ঘাড় থেকে নেমে যায়। কখন সে এখান থেকে উঠে যাবে আর আমি একাকিত্বের আনন্দ অনুভব করবো। এর বিপরীতে তার এক প্রিয় ব্যক্তি ঐ ভাবেই অতটা দূরে বসে আছে। ঐভাবেই চুপটি মেরে যদিও বা বসে থাকে তাহলে আপনার মন কিছুতেই চাইবে না যে, সে সেখান থেকে উঠে যাক। উহা কি জিনিষ যা আপনাদের উভয়কে এক আকর্ষণে বেঁধেছে। তাহলো আপ-নাদের উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহা এক প্রকার মিউজিক যা খোদাতা'লা মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে দিয়েছেন আর শব্দ ব্যতিরেকেও এর আনন্দ অনুভূত হয়। এভাবেই নামাযকে জীবন্ত করার প্রকৃত মাধ্যম হল ইহা যে, আল্লাহ্‌তা'লার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি কর আর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য নামাযের কয়েকটি মুহূর্ত যথেষ্ট হবে না। নিজের জীবনের প্রাত্যাহিক অবস্থায় এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করা হয়। বার বার খোদার দিকে আনন্দের সাথে ধ্যান নিবদ্ধ করা হোক এবং প্রত্যেক কথায় কিছু কিছু খোদার খেয়াল অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া শুরু করুক। খাবার খাওয়ার সময়ে যখন আপনি উত্তম খাবার খান তো তখনও ইহা ভাবুন যে, এ স্বাদ কি জিনিষ? এ সুগন্ধ কি জিনিষ? ক্ষুধা কেন লাগে, ক্ষুধার ফলে যখন আপনি খাবার খান তখন স্বাদ কেন সৃষ্টি হয়? তখন আপনি অস্থির হয়ে যাবেন যে, খোদাতা'লা কতই না সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা মানুষকে আনন্দ দেবার জন্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন!

নামাযে স্বাদ সৃষ্টি করার পদ্ধতি

বাচ্চাদের সাথে আমার কথা হচ্ছিল, আমি তাদেরকে বল্লাম যে, তোমরা ইহা সম্বন্ধে তো চিন্তা করো যে, যদি আল্লাহ্‌তা'লা চাইতেন তাহলে গাভী ও মহিষের মত ঘাস এবং মটর কালাই ইত্যাদি দ্বারা তোমাদের জীবন ধারণ হতে পারত? গাভী মহিষ ইত্যাদি গবাদি পশুর পাকস্থলী তিনি এরূপভাবে তৈরী করেছেন যে, তারা পাতা খেয়েও দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু সমগ্র জীব জগতে মানুষ ব্যতিরেকে আর কোন জীব এরূপ নেই যার স্বাদের জন্যে খোদাতা'লা এত কিছু সৃষ্টি করেছেন। সুগন্ধে স্বাদ রেখে দিয়েছেন। স্পর্শেন্দ্রিয়ে স্বাদ রেখে দিয়েছেন। গরম ও ঠাণ্ডায় স্বাদ রেখে দিয়েছেন। আবার বহু প্রকার স্বাদও উহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। যার প্রতি দৃষ্টির অবস্থায়ও স্বাদ সৃষ্টি করেছেন। যেমন কোন কোন জাতির অবস্থা এরূপ যাদের খাবার আমেজই হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভালভাবে সজ্জিত না হয়। তাদের নিকট জিহ্বার স্বাদের চেয়ে দেখার স্বাদটাই অধিক

তাৎপর্য বহন করে। অতএব যাদের জাপান যাবার সুযোগ এসেছে অথবা যারা জাপানে কোন ছবি দেখে থাকবেন তারা অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে সারা দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সবচে' সজ্জিত খাবার জাপানীরাই পেশ করে থাকে। কখনও কখনও খাবার দাবার সাজিয়ে রাখা হয় অথবা কাঁচের আলমারীকে খাবার দোকানে এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয় যে, মানুষ মনে করে যে, খুব মজাদার জিনিষই হবে। আমাদের উৎসাহ যদিও বিভিন্ন প্রকারের এজন্যে যখন আমরা খাই তখন দু'গ্রাসই খাওয়া যায় না। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, জাপানীদের ওখানে খাবার দেখার মধ্যেই গুরুত্ব সমাধিক। কোন কোন জাতির নিকট সুগন্ধ খুব গুরুত্ববহ। কতকের নিকট জিহ্বার তীক্ষ্ণতা গুরুত্ববহ। তারা জিহ্বায় যেন তীক্ষ্ণতা সৃষ্টি হয় যেভাবে মরিচ মসল্লা যারা ভোগ করেন তারা জিহ্বা দিয়ে আস্বাদ লাভ করেন। অনেকের জিনিসের আসল গন্ধে স্বাদ মিলে। কোন জিনিসের তীক্ষ্ণতা বা আধিক্য তাদের স্বাদকে নষ্ট করে দেয়। কিন্তু এসব জিনিস মানুষ ব্যতিরেকে আর কারও ভাগ্যে ঘটে না। আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের জন্যে কত কি জিনিসের বন্দোবস্ত করেছেন।

নামাযের স্বাদের পূর্বে দৈনন্দীন জীবনেও খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে নাও আর দৈনন্দীন জীবনে অশেষ সুযোগ রয়েছে এ সম্পর্ক সৃষ্টি করার। প্রত্যুষে চোখ খোলার সময় থেকে নিয়ে রাতে শুতে যাবার সময় পর্যন্ত যদি মানুষ খোদার অস্তিত্বের উপলব্ধি জাগ্রত রাখে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার সাথে তার দর্শনের এরূপ শত শত হাজার হাজার সুযোগ এসে যেতে পারে। যদি দৃষ্টি অন্যদিকে হয় তাহলেও খোদার ভালবাসার কিছু না কিছু চমক তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখিয়ে দেয়া হবে। যে ব্যক্তির দৈনন্দীন জীবনে খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে এরূপ ব্যক্তির নামায জীবন্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যখন নামাযে সে খোদাকে 'রাব্বুল আলামীন' (সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক-অনুবাদক) বলে তখন তার দৈনন্দীন অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্য থেকে কিছু কথা স্মরণে এসে যায় যে, যখন সে খোদার প্রতিপালনে আনন্দ লাভ করেছিল। সে নিজের গৃহে খোদার প্রতিপালনের দৃশ্যাবলী দেখেছে, নিজের শিশুদের মধ্যে দেখেছে। নিজ পরিবেশের মধ্যে দেখেছে, সে দেশে দেখেছে যে দেশে সে থেমে গিয়েছে। পুনরায় তাঁর অযাচিত-অসীম দানের দৃশ্যাবলী, তাঁর পরম দয়ার দৃশ্যাবলী, তাঁর সর্বময় কর্তা হওয়ার দৃশ্যাবলী ইহা দৈনন্দীন জীবনের এরূপ অভিজ্ঞতাসমূহ যে একদিনও এথেকে সে নিঃস্ব থাকে নি। যে ব্যক্তি বিচক্ষণ হয়ে যায় তার কোন মুহূর্ত ঐ অভিজ্ঞতাসমূহ থেকে নিঃস্ব থাকতে পারে না। বিচক্ষণ হতে এবং এ সফরের প্রথম পদক্ষেপ রাখার মধ্যে বড়ই দূরত্ব রয়েছে—অসীম দূরত্ব। এ মিছিলের এক প্রান্তে অবস্থিত নামাযে প্রচেষ্টারত ব্যক্তি একজন সাধারণ মানুষ আর এর অগ্রভাগে শেষ প্রান্তে সর্বাধিক দূরে এত দূরে যে, সেখানে কল্পনার চক্ষু বহু কষ্টে পৌঁছতে পারে—হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ইবাদতকারীদের দলের সর্দার হিসেবে ঐ দলের নেতৃত্ব

দিচ্ছেন। এই দুই প্রান্তের মধ্যে বহু দূরত্ব কিন্তু যেভাবে মিছিলে এবং দলবদ্ধভাবে চলন্ত দলগুলোর মধ্যে দেখা গেছে যে, ইহা জরুরী নয় যে, সর্ব শেষে চলেছে সে সর্বদা পিছনেই থেকে যায়। লোক সামনে পিছনে আসতে যেতে থাকে। কেউ কেউ চেষ্টা করে এবং গতি তীব্র করে তবে সে আগে বেড়ে যায়। কিছু লোক শৈথিল্য দেখায়, তারা পিছনে পড়ে যায়। চেষ্টা করেন যেন আপনারা সর্বশেষে না থাকুন। আপনাদের এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দূরত্ব তুলনামূলকভাবে যেন কম থাকে। এ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনার সবচে' উত্তম সুযোগ হলো নামায।

নামাযের প্রকৃত অবস্থা থেকে দোয়ার মধ্যে জীবন সৃষ্টি হয়

যার নামাযে আঁ-হযরত (সাঃ) থেকে দূরত্ব কম থেকে যায় আর যখন সে এই দোয়া করে যে, হে খোদা! মৃত্যুর পর আমাকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে উঠিও, তাঁর নৈকট্যে স্থান দিও তাহলে তার দোয়ার মধ্যে একটি প্রাণের সঞ্চার হয়ে যায়। আল্লাহ্-তা'লার কৃপার দৃষ্টি তাকে এই মর্যাদায় দেখে যে, দুর্বল বলে ধরে নিলেও সে ভাল মানুষ। সে জীবন ভর অবশ্যই চেষ্টা করেছিল যেন তার আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নৈকট্য লাভ হয়। কিন্তু যারা নৈকট্যের চেষ্টা করে না আর লোকদেরকে দোয়ার জন্যে বলে বেড়ায় যে, আমাদের জন্যে দোয়া করুন যেন মৃত্যুর পর খোদা আমাদেরকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পদতলে স্থান দেন—ঐ সকল দোয়ার কি মর্যাদা? কেবল মুখের কথা মাত্র। যদি কোন আহ্‌লুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পরিবারের লোক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক) ও যদি তাদের জন্যে দোয়া করেন তাহলে এ দোয়া গ্রহণীয় হতে পারে না। কেননা পুণ্যকর্ম দোয়াতে শক্তি যোগায়। কখনও প্রার্থনাকারীর পুণ্য কর্ম প্রার্থনায় শক্তি যোগায় আর কখনও যার জন্যে দোয়া করা হয় তার পুণ্য কর্মও দোয়ার শক্তি যোগানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। সুতরাং কতক লোক যাদের মধ্যে পুণ্য কর্মের যোগ্যতা থাকে তাদের পক্ষে একটি দোয়া গৃহিত হয়ে যায়। কিন্তু যে পুণ্যকর্ম থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থাকে তার পক্ষে দোয়া গৃহিত হয় না। সুতরাং হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) খোদার নিকট থেকে উমর নামের দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে এক উমরকে চেয়েছিলেন। উভয়কেই পাওয়া যায় তো উত্তম নচেৎ একটাই যেন পাওয়া যায়। এর উদ্দেশ্য এই যে, আবু জাহলের নামও উমর ছিল আর হযরত উমর (রাঃ)-এর নামও উমর ছিল। আবু জাহলের পক্ষে ঐ দোয়া গৃহিত হয় নি কিন্তু হযরত উমরের পক্ষে ঐ দোয়া গৃহিত হয়ে গেল। যদিও প্রার্থনাকারী তিনিই ছিলেন তাঁর পুণ্যকর্ম উহাই ছিল যা দোয়ায় মর্যাদা দান করেছে। অতএব যার পক্ষে দোয়া করা হয় দোয়া গৃহিত হওয়ার সাথে তার কর্মও গভীর সম্পর্ক রাখে। সুতরাং যদি হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর নৈকট্য ও প্রিয় হন তাহলে ইহাকে সত্যতায় পরিণত করে দেখান। তখনই আপনার দোয়াসমূহ গৃহিত হবে। আর অন্যের দোয়াও আপনার

পক্ষে গৃহিত হবে। নচেৎ যিনি এ দুনিয়াতে দূরত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখে আর কোন পরওয়া করে না সেক্ষেত্রে কেয়ামতের দিন এ দূরত্ব কমানো যাবে না। এজন্যে নামাযকে কমপক্ষে এ চেষ্টার সাথে আদায় করুন যে, নামাযে সর্বদা না হলেও কিছু সময়ের জন্যে হলেও যেন লেকা (আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ)-এর সৌভাগ্য লাভ হয়। কোন মুহূর্ত এমন যেন হয় যে, ঐ নামায এক সাক্ষাতের রূপ পরিগ্রহ করে।

আমরা লেকায়ে বারীতা'লা (আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ)-এর কথা বলে থাকি। এর উদ্দেশ্য প্রকৃত সাক্ষাৎ। প্রত্যেক পুণ্যবান ব্যক্তি চায় যে, (আল্লাহ্‌র সাথে) তার সাক্ষাৎ লাভ হোক। যদিও ঐ ব্যক্তি, যে প্রত্যহ সাক্ষাতের জন্যে দোয়া করতে থাকে, নামাযও পড়তে থাকে সে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে সাক্ষাতের মর্যাদা রাখে। যখন আপনি কারও সাথে দেখা করতে যান তখন পূর্ণ দৃষ্টির সাথে সচেতনতার সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন আর ঐ সাক্ষাতের ফলশ্রুতি হিসেবে, আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি, কিছু স্বাদ সৃষ্টি হয় যা জীবনের স্মৃতিতে মূলধনে পর্যবসিত হয়। তাই নামাযেও ঐ রকম সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হলে তা জীবন্ত নামাযে রূপ লাভ করে আর যার নামাযে এ ঝলকানি-সমূহ লাভ হওয়া আরম্ভ করে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে সে নামাযে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে থাকে।

বে-নামাযীর গৃহ বড়ই অমঙ্গলজনক অবস্থায় রয়েছে

অতএব এমন বহু যুবক রয়েছেন আর যদি বহু নাও হয় তবে এত সংখ্যায় তো অবশ্যই রয়েছে যারা আমাদের জন্যে অনেক কষ্টের কারণ হয়। এরূপ লোক এখানেও রয়েছে যারা নামাযে গাফেল। নামাযে গাফেল হওয়ার উদ্দেশ্য নামায পড়েও নামাযে অন্যমনস্কতাও হতে পারে আর ইহাও হতে পারে যে, নামায পড়েই না। গাফেলতির অবস্থা এরূপ যে, কোন পরওয়াই নেই এর জন্যে। এরূপ লোকদের ব্যাপারে কখনও তাদের বিবিগণ আমাকে লেখে, কখনও মায়েরা লেখে কখনও আবার লেখেও না। কখনও বাচ্চারা লেখে, দোয়া করবেন যেন আমাদের আব্বার নামাযের অভ্যেস হয়। কোন কোন স্ত্রী লেখেন যে, আমার স্বামী এমনিতে তো খুবই ভাল মানুষ কিন্তু আমি সর্বদা কষ্টের মধ্যে থাকি যে, আমার স্বামীর নামাযে আকর্ষণ নেই। বুঝান হলে ধমক দিয়ে বলে যে, তুমি একথা ছেড়ে দাও। আমি জানি যে, আমি নামায পড়ি না আর ইহা আমার ইচ্ছে। খোদার সাথে আমার সম্পর্ক আছে। এর অর্থ হলো খোদার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই; কিন্তু বলে ইহাই যে, খোদার সাথে আমার সম্পর্ক আছে। আর আমি জানি ইহা কিরূপ যুলুমের অবস্থা। আপনি ঐ জীবন নষ্ট করছেন যা খুবই ক্ষুদ্র আর একবার শেষ হলে পুনরায় ফিরে আসে না। কি জানি কখন যেন শ্বাস বের হয়ে যায়। আর যে দুনিয়া থেকে বেনামাযী হিসেবে চলে যাবে তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে। কুরআন করীম বলে, মান কানা ফি হাযেহী আ'মা ফাহুয়া ফিল আখেরাতে আ'মা—অর্থাৎ যে এ দুনিয়াতে অন্ধ হবে সে মরার পর কেয়ামতের দিনও অন্ধ থাকবে

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৩ আয়াত)। এর অর্থ, (আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ লাভ লওয়া বা সাক্ষাৎ লাভ না হওয়া। ঐ ব্যক্তি যার সাথে এ দুনিয়াতে খোদার দর্শন লাভ না হয় এবং বার বার তাঁর ঝলক তার দৃষ্টিতে না আসে যা বিশেষভাবে নামাযের মধ্যে আসে সে দুনিয়াতে অন্ধ আর সে অন্ধের নিকট ইহা বোধগম্য নহে যে, সে কি জিনিষ থেকে বঞ্চিত। ঐভাবেই এরূপ ব্যক্তি কখনও কখন উপলব্ধিই করে না যে, সে কি জিনিষ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। তার ব্যাপারে ইহা কতই বেদনাদায়ক খবর যে, মান কানা ফি হাযেহী আ'মা ফাহুয়া ফিল আখেরাতে আ'মা। যে এ দুনিয়াতে অন্ধ থাকল আখেরাতেও তাকে অন্ধই উঠানো হবে। সেখানেও তার লেকা অর্থাৎ খোদার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হবে না। অতএব ইহা কোন সাধারণ কথা নয়। ইহা অতি বড় এবং মৌলিক অনিষ্ট। সে এরূপ লোক যে, প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের ইন্ধন হয়ে যায়। পরিবেশের আকর্ষণ তাকে টেনে নয়। আসলে নামাযই যা একমাত্র জিনিষ প্রত্যেক প্রকারের অশ্লীলতা থেকে তাকে হেফাযত করে কিন্তু যখন সে নামাযে অমনোযোগী হয় তখন দুনিয়ার আকর্ষণ তাকে এদিকের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়।

একজন নামাযী ও বে-নামাযী লোকের মধ্যে প্রাপ্ত পার্থক্য

আমি দেখেছি যে, নামাযীর মধ্যেও অনেক দোষ থাকে। তার মধ্যেও কখনও অশ্লীলতার অভ্যেস হয়ে যায়। কিন্তু একজন নামাযী ও একজন বে-নামাযীর জীবনের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। একজন বে-নামাযী লোক নিজের বদঅভ্যেসের দিকে লাগাম-হীনভাবে বেড়ে যেতে থাকে এবং দ্রুত অগ্রসর হয়। আর তার কানে তাকে ফিরিয়ে নেবার কোন আহ্বানই পৌঁছে না। এ রকম নামাযীও আছে যার দ্বারা পাপ হয়। কোন কোন পাপ বাল্যকাল থেকে ভুলবশতঃ অভ্যেসের বশবর্তী হয়ে করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক নামাযীর বিবেকের আহ্বান তার কানে প্রতিধ্বনিত হয় আর উহার উপরে অভিসম্পাত প্রেরণ করতে থাকে যে, তুমি কি করে আসছ আর এখন কি করছ? কোন্ দুনিয়ায় ফিরে যাবে। সে ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকে, কাঁদে, আফসোস করে, গিরিয়াযারী করে এবং কখনও মনে করে যে, আমার কথা শোনা হয় নি কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, নামাযীর আহ্বান বিফল হয়ে যায় না। শীঘ্র কিম্বা ধীরে তার নামাযে জাগ্রত বিবেকের আহ্বান তার ওপরে বিজয় হয়েই থাকে। কিন্তু যে নামায পড়ে না। তার বাঁচার কি সম্ভাবনা আছে? তার বাঁচার সব পথই তো বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে। এ জন্যে ইহা বলাও ভুল যে, অমুক নামায পড়ে কিন্তু তার মধ্যে অমুক দোষ পাওয়া যায়। যদি তার মধ্যে কোন দোষ থেকে থাকেও তাহলে মনে রাখা উচিত যে, ঐ দোষের বিপরীত প্রতি নামাযে সে কোন না কোন লজ্জাও অনুভব করে থাকে। তার কানে কোন না কোন আহ্বান অবশ্যই পৌঁছে থাকে। কিন্তু এক বেনামাযী বেচারা তো একবারেই বঞ্চিত থেকে যায়। যদি সে এক

নিরেট অন্ধ-চক্ষু-বিশিষ্ট দুর্গন্ধপূর্ণ অন্ধ অভ্যোসের শিকার হয়ে যায় তাহলে সে কাবুই থেকে যায়। সে বদঅভ্যেসগুলোকে আঁকড়ে থাকে আর ক্রমে ক্রমে নিজের কল্যাণ থেকেও অমনোযোগী হয়ে যায়। এমন ঘর যেখানে নামায না পড়া হয়, এক বড় দুর্বিপাকের ও অঙ্গলজনক অবস্থায় পতিত হয়। যে ঘরে স্বামী নামায না পড়ে তার স্ত্রীর একার নামাযে কোন কাজ দিতে পারে না। কখনও শিশুরা মার পরিবর্তে বাবার অবস্থা দেখে তার রং পরিগ্রহ করে। ঐ ভাবেও ঘরের ওপর একটি দুর্বিপাকের অবস্থা সৃষ্টি হতে থাকে। এজন্যে আমি আপনাদেরকে অতি আন্তরিকতার সাথে, বড়ই মিনতির সাথে এই আবেদন করছি এবং এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, নামাযে গুরুত্ব দিন। ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তি নামাযে তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। যেভাবে আমাকে অনেক শিশু লেখে আর আমার খুবই আনন্দ লাগে। তারা তাদের বড়দের সম্বন্ধে লেখে যে, তাদের নামায পড়ার অভ্যেস নেই। তাদের জন্যে দোয়া করুন। কখনও মনে হয় যে, এ বাচ্চাদের অন্তরের যে (আকুতিপূর্ণ) দোয়া আল্লাহ্-তা'লা সম্ভবতঃ আগেই শুনে নিয়ে থাকবেন। আপনারাই কেবল তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন না। দোয়া করতে থেকে তত্ত্বাবধান করুন আর যতটুকু চেষ্টা আপনার সামর্থ্যে কুলোয় তা করুন যেন কোন আহমদীর ঘরে এমন এক ব্যক্তিও এরূপ না থাকে (হোক না সে নারী বা পুরুষ ছোট বা বড়) যে ইবাদত না করে আর ইবাদতকারীও যেন এরূপ হয় যে সর্বদা নিজের ইবাদতকে জীবিত করার জন্যে চেষ্টিত থাকে কেবল বাহ্যিক ওঠা বসাতেই যেন সন্তুষ্ট না থাকে বরং যখন পর্যন্ত না তার প্রাণে ইবাদতের স্বাদ-আস্বাদন আরম্ভ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন স্বস্তি লাভ না করে।

জার্মানীতে প্রকৃত ইবাদতগুযার লোকদের অনেক প্রয়োজন

জার্মানীতে ইবাদতগুযার লোকদের প্রয়োজন। কেননা এ জগৎ অতীব বস্তু পুজারী হয়ে গেছে। কেবল জার্মানীর কথাই নয় ইউরোপের অধিকাংশ দেশই খোদা থেকে এত দূরে চলে গেছে আর এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে গেছে যে, যেখানে গেলে কেউ আর ফিরতে পারে না। তাদের স্কুলে, তাদের কলেজে, ইউনিভারসিটিতে খোদার বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে কথাবার্তা বলা হয়। তাদের লেখা-পড়ার এমন রং এসে গেছে যে, যার ফলে স্বেচ্ছায় জেনে বুঝে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে খোদার প্রতি কু-ধারণা পোষণ ও ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এতে কোন প্রকার বাধা নেই। যারা খুবই স্বাধীন চিন্তা ধারার লোক, লজ্জাহীন, খোদার বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে সমাজে অধিক জ্ঞানদীপ্ত মনে করা হয়। যদিও অন্ধদের বেলায় বলা হয় যে, তাদের চোখ আছে আর যাদের চোখ আছে তাদের বলা হয় অন্ধ। এ পরিবেশে নামাযই আপনাকে এবং আপনার বাচ্চাদেরকে হেফাযত করবে। যদি আপনি তাদেরকে নামাযে কায়েম না করে থাকুন তাহলে আপনার প্রজন্ম দেখতে দেখতে আপনার সামনে ধ্বংস হয়ে গিয়ে ঐ পরাভব

পরিবেশের শিকার হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে ইহা মারাত্মক সর্বনাশ।

এ জাতির মধ্যে আলোর মিনার হয়ে থাকো

পাকিস্তান থেকে আগত অধিকাংশ মোহাজের আহমদীদের এই অভিযোগ যে, সেখানে (অর্থাৎ পাকিস্তানে) আমাদের খোলাখুলিভাবে ইবাদত করার অনুমতি নেই। যদিও ইবাদতের স্বাধীনতা এমন একটি অধিকার যাকে দুনিয়ার সমগ্র স্বাধীন জাতি সমর্থন করেছে। শারীরিকভাবে কেউ মারপিট করুক বা না করুক যদি কোন জাতিকে এই আত্মিক শাস্তি দেয়া হয় যে, তাকে প্রকাশ্যভাবে স্বীয় প্রভু-পালন কর্তার ইবাদত করার অনুমতি দেয়া না হয় তাহলে স্বাধীন জাতির নিকট ইহা এতবড় নির্যাতন যে, ঐ কারণে ঐ (নির্যাতিত) জাতি অন্য কোন দেশে আশ্রয় নেবার অধিকার লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু যদি আশ্রিত লোক সেখানেও বেনামাযী থাকে এবং এখানেও বেনামাযী থাকে তাহলে সে কি জিনিষ থেকে আশ্রয় চাইল। এক শয়তান থেকে অন্য শয়তানের নিকট আশ্রয় নিল। এ অবস্থায় সে কোন শয়তান থেকে খোদার নিকট আশ্রয় নেবার জন্য তো আসে নি। অতএব যে লোক পাকিস্তান থেকে হিজরত করে আসে আর সেখানেও বেনামাযী থাকে এবং এখানে এসেও বেনামাযী হয়ে থাকে, কখনও কি তার বিবেক তাকে দংশন করে নি যে, সে কোথা থেকে পালিয়ে এসেছে আর কোথায় পালিয়েছ? বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর মধ্যে এই পার্থক্যই বিরাজমান। অবিশ্বাসী যদি শয়তানের নিকট থেকে পালিয়ে আসে তবে শয়তানের দিকেই পালায়। আর মোমেন যদি খোদার নিয়তি থেকে পালায় তাহলে খোদার নিয়তির দিকেই ফিরে যায়। এ বিষয়কে কোন এক সময় উমর (রাঃ) অতীব শান ও মর্যাদার সাথে বর্ণনা করেছেন—

একবার তাঁর নেতৃত্বে এক মুসলিম সেনাবাহিনী কোন স্থানে ছাউনী ফেলল। আর সেখান থেকে এ খবর তরিৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল যে, এখানে এক মারাত্মক প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছে। এক প্রকার প্লেগ রয়েছে যা খুব তীব্র বেগে লোকদেরকে আক্রমণ করে বসে। হযরত উমর (রাঃ) ঐ সময়ই সিদ্ধান্ত দিলেন যে, যাত্রা করো এবং এ স্থান ছেড়ে অন্য কোন নিরাপদ স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে চলো। তাঁর সাথীদের মধ্যে কেউ বল্লো, হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি কি খোদার নিয়তি থেকে পলায়ন করছেন? এমন কি ঐ ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে খুব শক্তি দিয়ে জোরের সাথে আমীরুল মুমেনীনের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলো। হযরত উমর (রাঃ) খুবই স্বস্তির সাথে জবাব দিলেন যে, খোদার এক নিয়তি থেকে অন্য এক নিয়তির দিকে যাত্রা করছি। আমার খোদা যেভাবে এখানে আছেন তেমনি সেখানেও আছেন আর সেখানের নিয়তি উত্তমও আবার খারাপও। সুতরাং আমি তাঁর এক নিয়তি থেকে তিনি ব্যতিরেকে আর অন্য কারও দিকে যাচ্ছি না। তাঁর উত্তম নিয়তির দিকে যাত্রা করছি। সুতরাং দেখ! মোমেন পলায়ন করে তো তাঁর এক নিয়তি থেকে অন্য নিয়তির দিকে পলায়ন করে। শয়তানের নিয়তি থেকে শয়তানের

নিয়তির দিকে পলায়ন করে না। অতএব যে লোক খোদার নামের বদৌলতে হিজরত করে আর নিজের দোষ-ত্রুটিসমূহ সঙ্গে নিয়ে আসে এবং ঐ দোষ-ত্রুটিসমূহে আরও অধিক লিপ্ত হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি শয়তানের নিয়তি থেকে শয়তানের নিয়তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। তার তো খোদার নিয়তি থেকে পলায়ন করে খোদার নিয়তির দিকে যাত্রার সাথে কোন সম্পর্কই হতে পারে না। ইহাই এক প্রকৃত মোমেনের সাথে আর এক তথাকথিত মোমেনের সাথে সুস্পষ্ট পার্থক্য। অতএব আপনারা আপনাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তনসমূহ সৃষ্টি করুন যা দুনিয়াকে বলে দেয় এবং দেখিয়ে দেয় যে, আপনারা খোদার দিকে হিজরত করেছেন এবং অন্য কারো দিকে করেন নি। এর সবচে' বড় প্রমাণ এবং সবচে' বড় সাক্ষ্য আপনাদের ইবাদতসমূহ। যদি আপনারা ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত হন এবং উহার তত্ত্বাবধান করেন আর আপনারা ছোট বড় সবার প্রতি দৃষ্টি দেন এবং দোয়াও করেন আর যদি গিরিয়াযারীও করতে হয় তাহলে গিরিয়াযারী ও মিনতির সাথে নিজের ভাইদেরকে ইবাদতের দিকে আহ্বান করেন তাহলে দেখবেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার আশিস আপনাদের ওপর কিরূপভাবে বর্ষিত হয়। যখন কবুল হয় না তখন দোয়া করে করে মানুষ থেমে যায়। এরূপ মানুষ অভিযোগ করে যে, আমার দোয়া তো কবুল হল না। প্রকৃত কথা এই যে, ইবাদতকারীর দোয়াসমূহ কবুল হয় আর ঐগুলো বিশেষ হেকমতের সাথে কবুল হয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত ইবাদতকারী হয় প্রথমতঃ তার দোয়াসমূহ অধিক কবুল হয়। দ্বিতীয়তঃ যে সব দোয়া কবুল হয় না আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে সে প্রসঙ্গে ধৈর্য দান করেন আর এরূপ ব্যক্তি কখনও নিজের জিহ্বায় খোদার প্রতি অভিযোগ আনেন না। অতএব সর্ব প্রকার অনিষ্টের একই সমাধান, সর্বপ্রকার ব্যাধির একই প্রতিকার আর তা হলো ইবাদতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। এজন্যে আমি আশা রাখি যে, যেসব যুবকের নিকট আমার এ আহ্বান পৌঁছতেছে অথবা যেসব বড়দের নিকট এবং ছোটদের নিকট আমার এ আহ্বান পৌঁছতেছে এবং তারা অবগত আছেন যে, তারা আজ এই অঙ্গীকার করুন যে, তারা ইনশাআল্লাহ্ ইবাদতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে চেষ্টা করবেন। নিজের অস্তিত্বের মধ্যেও এবং অন্যদের মধ্যেও তারা এরূপ এক প্রদীপ জ্বেলে দেবেন যার আলো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারা তাদের গৃহকেই সমুজ্জল করবে না বরং আলোর মিনারা হয়ে যাবেন যেন তাদের জ্যোতির কল্যাণে বহু দূরে পর্যন্ত জাহাজ প্রান্তরে ধাক্কা খাওয়ার পরিবর্তে হেদায়াতের পথ পেয়ে যায়। অতএব এ জাতির মধ্যে এরূপ আলোর মিনারা হওয়া আবশ্যক এবং ইবাদতগুযারীর দরকার যারা ইবাদতের এরূপ মিনারা হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে।

যে কোন মূল্যে মিথ্যে আশ্রয় থেকে প্রার্থনা করুন

আরও বহু বিষয় বর্ণনা করার ছিল এর জন্যে এখন সময় নেই। কিন্তু সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের সম্মুখে রেখে দিয়েছি। এক বিষয় ইহাও বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক

আশ্রয়ের মোকদ্দমাগুলোতে কতক লোক মিথ্যের মাধ্যমে কাজ নেয় এবং নিতে থাকে। ইহা বড়ই অন্যায় কথা। আমি পূর্বেও বলেছি যে, ইহা শির্‌ক। দুনিয়ার লাভসমূহের জন্যে যখন আপনি মিথ্যের আশ্রয় নেন তখন এক খোদাকে পরিত্যাগ করে অন্য খোদার ইবাদত আরম্ভ করে দেন আর মিথ্যের কারণে কল্যাণসমূহ লাভ করা যায় না। আমি আপনাদেরকে নসিহত করছি যে, যদি ভুল বর্ণনামা দেয়া হয়েও থাকে তাহলে এ কথা থেকে আলাদা হয়ে সত্য বল্‌লে আপনার শাস্তি হলেও আপনাকে সত্য বলা উচিত। এবং যা প্রকৃত অবস্থা তা বলা উচিত। ইহা বলার কি প্রয়োজন যে, আমাদেরকে মারধর করা হয়েছে। আমাদের সাথে এই ব্যবহার করা হয়েছে যদিও বা আপনাদেরকে মারধর করা হয় নি বা আপনাদের সাথে এমন ব্যবহার করা হয় নি। ইহা বলা উচিত যে, প্রত্যেক আহমদীর প্রাণ ওখানে দুঃখে ভরা। আমাদের প্রত্যেক বিষয়ের ওপর বাধা-নিষেধ। প্রত্যেক দিন তারা পত্র-পত্রিকায় মিথ্যে বলে বলে মুখ কালো করে ফেলেছে আর কোন দিন এমন যায় নি যখন লাঞ্ছনা ও নিন্দার মাধ্যমে গালি দিয়ে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বাজে কথা বলে আমাদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয় নি। আর সব সময় প্রত্যেক ফাসাদের মিথ্যে তলোয়ার আমাদের ওপরে ঝুলে আছে; কোন নিরাপত্তা নেই। এই কথা বলা ছাড়া, যা একশ' ভাগ সত্য যখন আপনি এক কাল্পনিক মোকদ্দমা তৈরী করেন, এক কাল্পনিক কেস্‌সা বানান যে, আমার ওপর ইহা করা হয়েছে, তাহলে আপনি নিজের ওপর অন্যায় করছেন এবং আহমদীয়াতের ওপরও অন্যায় করছেন। এক সর্বৈব ভুল প্রভাব সৃষ্টি করছেন এজন্যে আমি বার বার মিথ্যে থেকে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দিয়েছি এবং তাবাত্তল ইলাল্লাহ্ (সব কিছুকে বাদ আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে যাওয়া) এর বিষয় বস্তুর প্রারম্ভিক বিষয় মিথ্যে থেকে বাঁচার জন্যে উপদেশ দান করেছিলাম। এদিকে আমি দ্বিতীয় বার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যেকোন মূল্যে মিথ্যে থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।

জার্মানীতে আগত কতক আহমদী আলহামদুলিল্লাহ্ পুণ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন আর আমাকে লিখেছেন যে, আমাদের এ কেস মিথ্যে ছিল অর্থাৎ সাধারণতঃ তো কষ্টদায়ক ছিল কিন্তু যে কথা আমি আমার কেসে পেশ করেছিলাম তা ভুল ছিল। যখন থেকে আমি এ খুতবা শুনেছি আমার বিবেক আমাকে দংশন করেছে আর এখন আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, এই চিঠি লিখে আমি আমার উকিলের নিকট যাচ্ছি এবং তাকে বলব যে, আমার কেসে এ কথা সত্যি আর এ কথা মিথ্যে। মিথ্যে কথা বাদ দিন। আমার কেস মঞ্জুরীকৃত হোক বা না হোক আমার তাতে কোন পরওয়া নেই। তার জন্যে আমার অন্তর থেকে বহু দোয়া উৎসারিত হয়েছে আর আমি আশান্বিত যে, আল্লাহ্‌তা'লা তার জন্যে উত্তম ব্যবস্থা করে

দেবেন। কিন্তু যদি সাময়িকভাবে কুরবানী দিতেও হয় তাহলেও তৌহীদের জন্যে প্রত্যেক কুরবানীই খুব কম। উহার কোনই গুরুত্ব নেই। মানুষ তৌহীদ প্রতিষ্ঠায় যে কুরবানী পেশ করে, সাময়িকভাবে তার যদি কষ্টও হয় তাহলে আগামীতে সর্বকালের জন্যে সে নিরাপত্তার ছায়াতলে এসে যায়। এবং আল্লাহ্‌তা'লা তার হেফাযতের জন্যে নিজেই খাড়া হয়ে যান। এজন্যে কুরবানী সাময়িক এবং তৎক্ষণাতের জন্যে। এর ফলে আপনি আল্লাহ্‌ তা'লার আশিসে সারা জীবনের কল্যাণ পেয়ে গেলেন। অতএব মিথ্যে খোদার প্রতি অভিসম্পাত দিতে দিতে, উহার মূর্তি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে একদিকে নিক্ষেপ করুন। কোন আহমদীর অন্তরে এবং তার ঘরে মিথ্যের মূর্তি থাকা উচিত নয়।

বদ-যন্নি (কু ধারণা) ও গিবত (পর নিন্দা) থেকে বাঁচুন এবং সংশোধনের সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করুন

কতক লোক এরূপ যারা নিজেদের দুর্বলতাকে লুকোবার জন্যে নিজের থেকে বিজ্ঞ সাজেন। জামা'তের কর্মকর্তাগণের ওপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে, ওর মধ্যে অমুক দোষ রয়েছে। যেমন আমার নিকট পর্যন্ত ঐ কথা পৌঁছে আর আমি এ বিষয়ে যখন অনুসন্ধান করাই তখন অধিকাংশ পরীক্ষা নিরীক্ষাচালকদেরই দোষ-ত্রুটি বের হয়ে পড়ে আর যদি কর্মকর্তাগণের মধ্যে কোন ত্রুটি পাওয়া যায়ও তাহলে মজলিসে বসে কথাবার্তা বলা এবং তাথেকে মিথ্যে আনন্দ ও গল্প-গুজব করার চেয়ে (মিথ্যা আনন্দও গল্প গুজব এজন্যে বল্লাম যে, ইহা গিবত আর গিবত সম্বন্ধে কুরআন বলেছে যে, উহা এমনই গল্প-গুজব যেমন নিজ মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাও আর এথেকে আনন্দ পেতে থাক তাহলে এর চেয়ে) সোজা পন্থা কেন অবলম্বন কর না? যখন কোন কর্মকর্তার মধ্যে দুর্বলতা দেখ তখন তার নিকট গিয়ে ভদ্রতার সাথে তাকে বুঝাও যে, আপনার জন্যে ইহা শোভা পায় না। আপনি একজন কর্মকর্তা। এ পথ ছেড়ে দিন আর ঐ পথ অবলম্বন করুন আর যদি সে না মানে তাহলে নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সাথে তার বিরুদ্ধে কথা বার্তা বলে নোংরা ও ময়লা ভুক্তদ্রব্য লাভ করার পরিবর্তে নেযামে জামা'তকে ঐ কর্মকর্তা সম্বন্ধে অবহিত করুন। এতে কোন ক্ষতি নেই এবং ইহা অত্যন্ত উত্তম কথা যে, কোন ব্যক্তির দুর্বলতা সম্বন্ধে তার উপরস্থ কর্মকর্তাকে পত্র লিখে অবহিত করা হয়। তাকে বলা হয় যে, তোমার মধ্যে এ ত্রুটি রয়েছে। আমরা উপরস্থ কর্মকর্তাকে আপনার ব্যাপারে ইহা এজন্যে পেশ করছি যেন সংশোধন হয়। যদি সারা জামা'ত এ পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে সকল কর্মকর্তার সংশোধন হয়ে যাবে আর যে মিথ্যে বিজ্ঞ সেজে বেড়ায় তার ঈমানও নষ্ট হবে না।

কতক লোক অভিযোগ করে যে, মুরব্বীগণ তাদের চাল-চলন বড়ই উন্নত করেছেন। গরীব মুরব্বী বেচারা নিজের চাল-চলন কিভাবে উন্নত করবেন? কিন্তু কোন কোন ঘরে রীতিনীতি মানা হয় আর কোন কোন ঘরে তা হয় না। আমি দেখেছি অল্প পয়সায় কোন

কোন ঘরে খুবই সাজ-সজ্জা হয় এবং রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা পাওয়া যায় এবং কতক লোক যারা ঘর পরিচালনা করতে জানে না তাদের ঘরে তো অনেক পয়সা থাকা সত্ত্বেও নোংরার স্তুপ লেগেই থাকে। সব দিকে এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। না খাবারে মজা আছে না বসবাসে আনন্দ আছে। বাচ্চাদের চিল্লাচিল্লি থাকে। যেদিকে তাকাও নোংরা আর ময়লা দৃষ্টিতে আসে। খোদা যদি কাউকে পরিচ্ছন্নতা দিয়ে থাকেন তাহলে তাতে দহনের কি আছে। কেবল একই কথা আছে যে, কোন মুরব্বী আত্মসাৎ করে সেলসেলার এরূপ টাকা পয়সা নিজের জন্যে, নিজের বিবি-বাচ্চার জন্যে খরচ করেছেন কি যা তার নিকট গচ্ছিত ছিল? এ কথার ওপর তো প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে যে, যদি তার নিকট এরূপ কোন কথা আসে তাহলে সে ঐ ব্যক্তির কথা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার গোচরীভূত করে। কিন্তু এতটা তুচ্ছ এবং ছোট মনোভাব পোষণ করা যে, কোন মুরব্বীকে ভাল অবস্থা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে বসবাস করতে দেখে অন্তরে অন্তরে এক প্রকার ঈর্ষার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলা এবং এরূপ কষ্টে থাকা আর সর্বদা নিজেদের মধ্যে এনিয়ে আলাপ আলোচনা করা যে, এই মুরব্বী অবশ্যই কিছু বেঈমান, অবশ্য ইহা হবে বা উহা হবে, দেখ কি ভাল ভাবে থাকছে! ইহা বদযন্নি আর অবশ্যই ইহা বৈধ নয়। ভাল থাকা তো ভাল কথা। নোংরা থাকার মধ্যে তো কোন পুণ্য নেই। ইহা তো মূর্খদের ধারণা যে, নোংরা থাকার মধ্যে পুণ্য আছে। সমস্ত নবীগণ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও খোশ মেজাযের মালিক ছিলেন। সবার চরিত্রের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ছিল। গাম্ভির্যপূর্ণ হাস্যরসের অধিকারী ছিলেন তাঁরা। আত্মাকে শান্তি দেয় এমন সুগন্ধে ভরপুর, নানা রংএর ফুলে সুসজ্জিত বসন্তের ফুল বাগিচার ন্যায় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁরা। তাদের ঘরের শৃঙ্খলা দেখে যদি কেউ বলে যে, দেখো মানুষের টাকা পয়সা খেয়ে ফেলছে তাহলে তার ঈমানকে পাপময় করা ব্যতিরেকে তার কোন উপকার হবে না। হ্যাঁ, যদি কোন মুরব্বী সম্বন্ধে এ অভি-যোগ হয় যেভাবে আমি বলছি যে, তিনি সেলসেলার ধন-সম্পদ তসরুফ করছেন তা না হলে বদযন্নির কারণে আপনাদের এরূপ করার কোন অধিকার নেই। ঐ ব্যক্তি যার কাজ সেলসেলার ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধান করা তার উচিত যে, সে যেন দৃষ্টি রাখে এবং সর্বদা দেখে যে, যার সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সে ব্যক্তি রীতি-নীতি ও উদ্বৃত্ত সম্পদের এর মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থাকে উন্নত রেখেছে বা অন্যায় আত্মসাতের মাধ্যমে ইহা করেছে। ইহা তার কাজ যে, যদি সে পূর্ণ অজুহাত পায় তাহলে উপরস্থ কর্মকর্তাকে যেন অবহিত করে। কিন্তু মজলিসের মধ্যে বলাবলি করা নিজের মজলিসকে নীচ ও হেয় করার নামান্তর। আর ইহা গিবতও হবে এবং খুব নিকৃষ্ট কথা-বার্তা হবে। এক নেযামে জামাতের ওপর খুব খারাপ প্রভাব প্রতিফলিত হবে। এজন্যে যে লোকের সম্মুখে এসব কথাবার্তা হয় সে যেন কম পক্ষে ঘৃণার সাথে ঐ মজলিস থেকে উঠে যায় আর যেভাবে আমি একবার বলেছিলাম তাদের এই অধিকার আছে যে, তারা এরূপ ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি যে কথা বলছ এখন

তোমার কর্তব্য যে, তুমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট ইহা পৌঁছে দাও আর যদি না পৌঁছাও তাহলে আমি পৌঁছাব এবং বলব যে, তুমি কোন এক মজলিসে একথা বলছিলে। যদি এভাবে সমগ্র জামাত একে অপরের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যায় তাহলে বহু দোষ-ত্রুটি এর মধ্য থেকে কেটে ছেঁটে আলাদা হয়ে যাবে। পুনরায় আল্লাহ্‌তা'লা আশিসে জামাত নিরাপদে বিকাশ লাভ করবে।

যেভাবে আমি বলেছিলাম, কথা অনেকই বলার আছে কিন্তু এ স্বল্প সময়ে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ কথার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিয়েছি। ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত হও। ইবাদতের সারবস্তু লাভ করতে চেষ্টা করো। ইবাদতে (খোদার) সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা করো। আল্লাহ্‌তা'লার স্নেহের জ্যোতিঃ অন্বেষণ করো আর সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে নিজের পরিবেশকে পবিত্র করো। যদি আপনারা এরূপ করেন তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে আপনার জামাত তীব্র বেগে উন্নতি করতে থাকবে। কেননা আপনার মধ্যে উন্নতির উপকরণ মজুত আছে। আপনার মধ্যে বার্ধক্যের চাইতে যৌবনের রক্ত বেশী আছে আর সাধারণভাবে ধর্মের প্রতি ভালবাসার লক্ষণ বর্তমান আছে। অতএব আল্লাহ্ করুন আপনার এই সৌন্দর্যাবলী আপনার অন্যান্য ত্রুটিসমূহকে দূর করার কারণ হয়ে যাক, আপনার মধ্যে স্থায়ী জীবন সৃষ্টি করার কারণ হয়ে যাক যা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক থেকে লাভ হয়। খোদা করুন যেন এই রূপই হয়।

এখন নামাযে জুমুআ হবে। এর পরে নামাযে আসর জমা' হবে। পরে পতাকা উত্তোলন, এর পরে ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা আমরা জার্মানী জামাতের জলসার প্রথম অধিবেশনের নির্ধারিত কর্মসূচীর উদ্বোধন করবো।

(জার্মানী থেকে প্রকাশিত মাসিক আখবারে আহমদীয়ার নভেম্বর-ডিসেম্বর '৯২-এর সংখ্যার সৌজন্যে)

---

২৯ পাতার পর

ও পরকালে আমাদের জন্য কল্যাণ দাও। এই মূসা (আঃ)-কে দেখেই মাদইয়ানের ঘাটে একটি মেয়ের মনে ইচ্ছা হলো তাকে বিয়ে করার। পিতাকে ইশারায় তা জানালেন, পরবর্তীতে বিবাহ হলো, এবং হযরত মূসা (আঃ) সফরে রাতের বেলায় দূরে আগুন দেখে বল্‌ল, থামো আমি সেখান হতে কিছু আগুন আনি যাতে করে শীত হতে বাঁচতে পারো। কুরআন এ ঘটনা উল্লেখ করে একটি উত্তম পরিবারের পরস্পরের স্নেহ ভালোবাসার কথা উপস্থাপন করেছে। আহমদীগণ যদি এরূপ সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আমাদের সমাজ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমাজে পরিণত হতে পারবে। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারি।

(ভূ উপগ্রহের মাধ্যমে শ্রুত খুতবার ভিত্তিতে)

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

(হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক গত ১৬-৪-৯৩ তারিখে মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারসংক্ষেপ)

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযুর (আইঃ) সূরা রূমের নিম্নোক্ত আয়াতের তেলাওয়াত করেন :

و من ايته ان خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون ٥ و من ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ط ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون ٥ (سورة الروم - ايت ٢١-٢٢)

অর্থাৎ—এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর দেখ! তোমরা মানুষ হয়ে (সমস্ত পৃথিবীতে) ছড়িয়ে পড়ছ। এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ হতে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে। (সূরা রূম ঃ ২১-২২)

হুযূর (আইঃ) বলেন, এর পূর্ববর্তী খুতবাগুলিতে বিভিন্ন জায়গার পরিস্থিতির পরিপেক্ষিতে খুতবার বিষয়বস্তুগুলি পরিবর্তন করতে হয়েছে। আজকের খুতবা সংক্ষিপ্ত করতে হবে। কারণ এই সময় একটি নিকাহ্র ঘোষণা দিতে হবে। আর এভাবে এ নিকাহটি এক ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন হবে। কিন্তু যেহেতু নিকাহ্টি আমার মেয়ের তাই আমার মনে একটি বোঝা ছিল। তার নিকাহ পড়ানোর দ্বারা আমি এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে আবেদন ও চিঠি আসতে শুরু হলো যেন এ নিকাহটি ভূউপ-গ্রহের মাধ্যমে দেখান হয় যাতে করে সারা বিশ্বের আহমদীরা এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। কারণ বিশ্বের আহমদীদের সাথে আমার আন্তরিক সম্পর্ক আছে ও তাদের আমার উপর অধিকার রয়েছে। তাই আজ নামায জুমুআর পরপর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিকাহ্র অনুষ্ঠানটি দেখান হবে।

এর পূর্বে আমি দু' একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর তা হলো খুতবার পর নামায পড়া আবশ্যকীয়। আজকের পরিস্থিতি নামাযে জুমুআর সাথে নামাযে

আসর জমা' করতে হবে। কেননা বিবাহের বাকি অনুষ্ঠানগুলি ইসলামাবাদ গিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। তবে আমাদের এ নামাযের সাথে যেন অন্য কেহ অংশগ্রহণ না করে। ইসলামের পবিত্র শিক্ষার মধ্যে যেন কোন ধরনের বেদায়াতের সৃষ্টি না হয়। ইমাম সেই ব্যক্তিই হতে পারেন যিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত আছেন। যেখানে নামায পড়া হবে সেখানে অবশ্যই ইমাম হতে হবে। যদি ভূউপগ্রহের মাধ্যমে নামায পড়া হয় তবে তা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নত নয়। একথাগুলি এজন্যে বলছি যে, আশংকা রয়েছে (ভূউপ-গ্রহের মাধ্যমে আমার ইমামতিতে অনেকে নামায পড়তে শুরু করবেন। পরিষ্কার জেনে নিন যে, দূরবর্তী পৃথক স্থানে অবস্থিত ইমামের নেতৃত্বে নামায হবে না। অনেকে বলেছেন, নামায যেন প্রচারিত না হয়। আমার মতে যেহেতু বিভিন্ন স্থানে প্রচুর অ-আহমদী ভ্রাতৃবৃন্দ খুতবায় অংশগ্রহণ করে থাকে তাই তারা যেন দেখে নিজেদের সংশয় দূর করতে পারেন যে, আমাদের নামায ভিন্ন নয়। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে যারা একবার খুতবা দেখতে আসেন তারা আগামীতে তাদের সাথে আরো লোকজন নিয়ে আসেন। সুতরাং এ নামায দেখানো হা আমাদের সম্পর্কে তাদের ভ্রমের সংশোধন করবে।

হুযুর বলেন, আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তাতে দাম্পত্য জীবনের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা মানব সৃষ্টির উপাদান হিসেবে মাটির কথা উল্লেখ করেছেন আর এখানে বলেছেন, 'তুরাব' (ধূলা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন)। অর্থাৎ খোদাতা'লা আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের মর্যাদা কিভাবে দেখো তোমরা তো ধূলামাটি। এর চেয়ে অধিক কিছু নও। আর তাঁর নিদর্শন দেখ যে, তিনি এর মধ্য হতেই তোমাদের জন্যে সঙ্গীর সৃষ্টি করেছেন 'লে তাসকুনু ইলায়হা' যেন তোমরা তাদের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করতে পারো। এ বাক্য দ্বারা অনেকে ভুল বুঝতে পারেন যে, শুধু স্ত্রীলোকেরই কাজ শান্তি প্রদান করা। পুরুষের কি কোন দায়িত্ব নেই? আল্লাহ্ বলেন, 'ওয়া জাআলা বায়নাকুম' এবং তিনি তোমাদের মাঝে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীদের মাঝে—একতরফা নয় দুইজনের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন 'মাওয়দ্দাতান' প্রেম-প্রীতি। অর্থাৎ খোদাতা'লা বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে রহমত ও ভালোবাসার। এতে উভয়ের দায়িত্বই সমান।

হুযুর (আইঃ) বলেন, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে বার বার নসীহত করা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে এ ব্যাপারে অভিযোগ আসছে। হুযুর (আইঃ) বলেন, পৃথিবীতে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের দিন দিন অবনতি ঘটছে, পাশ্চাত্যের অথবা প্রাচ্যের পারিবারিক জীবন-ব্যবস্থা আমাদের জন্য আদর্শ নয়। ইসলামের শিক্ষা তো বিশ্বব্যাপী। এর শিক্ষা তো লা শারকিইয়াতা ওয়ালা গারবিইয়াহ্—নাতো প্রাচ্যের জন্যে আর না পাশ্চাত্যের জন্যে। এ সমস্যা তো কোন অঞ্চলের নয়। এ দোষত্রুটি তো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুকরণে আমরা খোদার সান্নিধ্য লাভ করতে চাই তাই এই বিষয়েও আমাদিগকে তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে। আজ পৃথিবী হতে স্নেহ-মমতা উঠে যাচ্ছে। এজন্যে যতক্ষণ না হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সংযুক্ত হব ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশান্তি, বিশ্বস্ততা ও স্নেহ-মমতা সৃষ্টি হতে পারে না।

হুযুর (আইঃ) বলেন, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতির জন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতা-পিতা দায়ী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছেলের মাতা-পিতা দায়ী হয়ে থাকেন। মেয়ের পিতাও দায়ী হয়ে থাকেন তবে তারা সংখ্যায় নগণ্য। যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ সেখানে অধিকাংশ সময়ে ছেলেকে মাতা-পিতা ও ভাই-বোনের কৃপা ও অনুগ্রহে থাকতে হয়। এ ক্ষেত্রে

ছেলে সর্বদা তাদের খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়। আমি বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, নষ্ট পুরুষদের জন্য মা-ই দায়ী হয়ে থাকেন। অধিকাংশ সময়ে তারা ছেলেদেরকে ঘরে উচ্চ আসনে বসিয়ে দেয় এর ফলে ছেলেরা বোনদের উপর হাত তুলতে সাহস পায়। পরবর্তিতে স্ত্রীর উপরও হাত তুলে। যেহেতু মা ছেলের পক্ষে থাকে তাই অন্য কেহ তাকে কিছু বলতে সাহস করে না। মায়ের সমর্থনে সে দিন দিন ধ্বংসের দিকে পা বাড়াতে থাকে। বৌ ঘরে আসলে মনে করে চাকরানী এসেছে। এরূপ ঘরে কোন দিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

হুযুর বলেন, অনেক সময়ে আমার কাছে চিঠি আসে যে, আমাদের জন্যে ডাক্তার শিক্ষিকা অথবা চাকুরিজীবী বৌএর সম্বন্ধ দিন। আমি তখন একাজ হতে দূরে সরে যাই। কারণ এরূপ প্রস্তাব তো ফিৎনার পথ উন্মোচনকারী হয়। কুরআন ও হাদীস তো বিবাহের ব্যাপারে একথা বলে না। ইসলামের শিক্ষা হলো তাকওয়াশীল সম্পর্ক অন্বেষণ করো ও সেখানে সম্পর্ক স্থাপন কর। বৌ ঘরে আসলে শ্বাশুরী ও ননদরা তার মধ্যে খুঁত বের করতে সচেষ্ট হয়। বিভিন্ন ধরনের দোষত্রুটি বের করে তাকে লাঞ্ছিত করা হয়। এভাবে বাস্তবে তারা পরিবেশকে জাহান্নামে রূপান্তরিত করছে এটা তারা বুঝতে চায় না। এ অবস্থা গড়াতে গড়াতে মারামারি ও বড় ঝগড়ায় পরিণত হয় ও গোটা পরিবার এতে জড়িয়ে পড়ে।

হুযুর (আইঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একদা সাহাবাদের বলেন, মাতাপিতাকে গালমন্দ দিও না। সাহাবাগণ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ মাতাপিতাকে কে গালমন্দ করে থাকে। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন, যখন কেউ অন্যের মাতাপিতাকে গালমন্দ করে বস্তুতঃ সে তার পিতামাতাকে গালমন্দ করে। খোদার বিচারে অপকর্মের সকল ফলাফল তার উপরই বর্তায় যে অপকর্ম শুরু করে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এক মজলিসে হুযুর নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি এসে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে গালমন্দ করতে লাগলো। হযরত আবু বকর (রাঃ) চুপচাপ বসে শুনছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি যখন উত্তর দিতে শুরু করলেন তখন হুযুর (সাঃ) উঠে পড়লেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর হাত ধরলেন এবং বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সে এতক্ষণ আমাকে গালমন্দ করছিল আপনি চুপ করে বসেছিলেন আর আমি যখন উত্তর দিতে শুরু করলাম আপনি এখন চলে যাচ্ছেন কেন? হযরত নবী করীম (সাঃ) উত্তরে বললেন, তুমি যতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলে আকাশ হতে ফেরেশ্‌তাগণ তোমার পক্ষ হয়ে উত্তর দিচ্ছিল। এখন তুমি উত্তর দিতে শুরু করেছ। তারা চুপ হয়ে গেছে তাই আমি উঠে যাচ্ছি।

হুযুর (আইঃ) বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছড়িয়ে পড়া নয় বরং একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা ও রহমত ছড়িয়ে দেয়া। যাতে করে এ দুনিয়াতে জান্নাত সৃষ্টি করা হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে এই জান্নাতেরই প্রতিফলন পরকালে ঘটে থাকে।

পবিত্র কুরআন আমাদের সামনে দুই মায়ের উদাহরণ উপস্থাপন করেছে। একজন হলেন ফেরআউনের মাতা আর অপরজন হলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা। ফেরআউনের অত্যাচার হতে মুক্তি চাওয়া হয়েছে। আর হযরত মূসা (আঃ) দোয়া করছেন এ দুনিয়াতে

(২৬ পাতায় দেখুন)

একান্ত ভাবনা

নুরুল ইসলাম বি-এসসি

"মাথা নিয়ে আলোচনা করে কারো মাথা খারাপ করা আজকের উদ্দেশ্য নয়। মাথার কথা বলে কাউকে উৎসাহিত করা বা কাউকে দুঃখ দেওয়াও আজকের প্রচেষ্টা নয়। প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বিষয়ে ও প্রত্যেক জীবজন্তুর মাথা থাকে। আবার অনেক কথারও মাথা হয়। আবার কারো মাথা খেলে বাস্তবে মাথা থেকে যায়। মাথা থাকলে ব্যাথা হবেই। আবার মাথা ঠিক না থাকলে সব কিছু অচল হয়। অনেক অনেক উন্নত দেশের মাথা ঠিক আছে বলেই জাতি উন্নতির উর্চ্চ শিখরে। খোঁজ নিয়ে দেখুন এ সমস্ত দেশের মাথাও গড়বড় ছিল। ঠিকমত দেশ পরিচালনা করত না, চারিদিকে অরাজকতা ছিল। হাইজাকিং লুটতরাজ নিত্য দিনের ঘটনা ছিল। প্রত্যেকদিন সংবাদ পত্রের পাতা খুললে দুই তিনটি খুন জখমের খবর লেগেই থাকত। প্রথম প্রথম জনসাধারণ আফসোস করতেন। পরে পরে গা সহা হয়ে গিয়েছিল। কারো জন্য কারো অনুভূতি ছিল না। পরবর্তীতে মাথারা যখন ঠিকমত দেশ পরিচালনা করলেন দেশও বাঁচল দেশবাসীও সুখী হল। তাই মাথা নিয়ে আলোচনা। মাথাই আজকের মূল বিষয়।

মাথার কথা কি বলব বলুন? মাথার কথা মনে আসতেই আমার মাথা ঘুরে যায়। চিন্তা কি প্রথম মাথায় আসে, না মনে আসে বলা মুস্কিল। চিন্তা যখন করি মাথায় ও মনে একসাথে বেদনা অনুভূত হয়। মনে হয় দুই জায়গায় সমানে আঘাত করে। চোখে যা দেখা যায় তা সাথে সাথে মাথায় আঘাত করে। চোখের দেখা মাথার ও মনে আঘাত না করলে ঐ দেখা কোনদিন বাস্তবতার মুখ দেখবে না।

আবার অনেক পরিকল্পনা মাথায় আসলেও বাস্তবে রূপ দেওয়ার মত দক্ষতা থাকতে হয়। নীতি প্রণয়ন করতে হয়। কোন পথে এগুলে সঠিক জায়গায় পৌছা যাবে তা বুঝতে হয়। ধরুন আপনি চৌরাস্তার মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোন নির্দিষ্ট স্থানে আপনি যেতে চান চৌরাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে আপনাকে ঠিক করতে হবে। নির্দিষ্ট পয়েন্ট যখন ঠিক হবে, তখনই আপনি নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে এগুতে পারেন। সব রাস্তায় এক সাথে আপনি চলতে পারেন না বা মধ্যখানে রাস্তা বদল করলে সময় নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না।

ধরুন অর্থনীতির বহু রাস্তার মাথায় সরকার দাঁড়িয়ে। দক্ষতার সহিত সরকারকে বেছে নিতে হবে কোন রাস্তা ধরে সে দেশকে এগিয়ে নেবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি? সমাজ-তান্ত্রিক ধাচের অর্থনীতি? মিশ্র অর্থনীতি? অথবা ইসলামিক অর্থনীতি? দক্ষতার সাথে

সরকার যেটা গ্রহণ করবেন সামগ্রিক অর্থে তা দেশের মঙ্গল বয়ে আনবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

সরকারকেও সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে শক্ত হাতে এগুতে হবে। ঐ নির্দিষ্ট সময়ে প্রোগ্রাম যাতে শেষ করা যায় তার উপর সর্বশেষ জোর দিতে হবে। এমন একটা সময় আসবে যখন দেখা যাবে প্রোগ্রামের অনেক অংশই শেষ হয়ে এসেছে। মধ্যখানে কোন প্লান বা প্রোগ্রাম বদল করলেই বা আংশিক রদবদল করলে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। পরিকল্পনা গ্রহণ করার সময় সব খুটিয়ে খুটিয়ে বিচার করতে হবে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেকদুর এগিয়ে গেছে এরূপ দেশের সাথে পাল্লা না দিয়ে কি করে তারা এ পথে এগিয়েছে তাই গ্রহণ করতে হবে।

ও হ্যাঁ অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে আসল কথাই বলা হয় নি।

এক বিশেষ দলের বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পাকিস্তানের মত কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার জন্য তারা উঠে পড়ে গেছেন। বুঝা মুসকিল কবে কখন তারা স্বর্গ থেকে পয়গাম পেয়েছেন যে তাদের সব অনুসারীরা স্বর্গে গেছেন (নাউযুবিল্লাহ্) এবং সব কাদিয়ানীরা নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিচার আচারের ভার আল্লাহ্‌র হাতে। একজন আরেকজনকে অমুসলিম বলে দিলেই কি হয়ে গেল? এ ঘোষণা যখন পাকিস্তান সরকার থেকে এসেছিল তারপর থেকে কি কাদিয়ানীরা নামাজ রোজা ছেড়ে দিয়েছেন? নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ঈমান ও ইসলামের মুল স্তম্ভ। আর এগুলি যারা মানেন তারাই ত মুসলমান।

ধরে নিই কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হল। এরপরও তারা নামাজ রোজা করছেন। তখন কি হবে? নামাজ রোজা থেকে তাদেরকে কি বিরত করা হবে? বিরত যদি করা না হয় তবে এর অর্থ এই নয় কি যে মুসলমান হওয়ার একচেটিয়া অধিকার শুধু জামাতীদের? এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার। কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। এখানেই ত স্রষ্টার প্রাধান্য। সৃষ্টির রহস্য। সব কিছুত তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। আমি আর আপনি ত শুধু আজ্ঞাবহ।

একজন ব্যক্তি নামাজ রোজা করেন। কিন্তু অন্যের উপর জুলুম, অবিচার করেন। খাদ্যে ভেজাল করেন। মানবতার কোন দামও তার কাছে নেই। আরেকজন ব্যক্তি নামাজ, রোজা করেন না। কিন্তু সব সময় মানব কল্যাণে নিয়োজিত থাকেন। মানুষের মঙ্গল কামনাই তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

কে শ্রেয়ঃ? কার প্রতি স্রষ্টা দয়াশীল থাকবেন"?

(দৈনিক আজাদী, (চট্টগ্রাম) ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

সংবাদ

লণ্ডন হতে প্রকাশিত এশিয়ান টাইমস. পত্রিকায় ৩০শে মার্চ '৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল 'একটি সাধারণ আহমদী বিবাহ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে'।

"জনাব রশীদ আহমদ চৌধুরী এ খবরটিতে বলেছেন, পিতা কর্তৃক আয়োজিত কন্যার একটি সহজ সরল বিবাহ পাকিস্তানে এক অসাধারণ কাহিনীর সৃষ্টি করেছে। এই স্বাভাবিক বিয়ের কারণে কন্যার পিতা গ্রেফতার হন ও ৮৬ দিন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করেন। জামীন পাওয়ার জন্য পাকিস্তানের নিম্ন আদালত হতে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত তাকে মোকদ্দমা চালাতে হয়। ঘটনাটি ঘটে পাঞ্জাব প্রদেশের নানকানা শহরে। ইহা শেখুপুরা জেলার একটি ঐতিহাসিক শহর। ১৯৮৯ সনে এই শহরে মোল্লারা বেসামরিক প্রশাসনের সাথে একজোট হয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র পাকায়ে তাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করে, দোকানপাট লুটপাট করে ও জ্বালিয়ে দেয়। আহমদীদের মসজিদটিও তারা একেবারে ধূলিসাৎ করে ফেলে।

এই নানকানা শহরেরই একজন আহমদী মুসলিম মিঃ নাসির আহমদ স্বীয় কন্যার বিবাহের দাওয়াৎ পত্র ছাপিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিলি করেন। প্রচলিত ইসলামী রীতি-নীতি অনুসরণ করে, দোয়া চেয়ে কার্ড ছাপানো হয়। ১৯৯২ সনের ১৫ই মে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়। পরদিন 'খতমে নবুওয়ত' নামীয় একটি আহমদী বিরোধী মোল্লা গোষ্ঠীর স্থানীয় নেতা মিঃ মেহের শওকত আলী থানায় এই মর্মে মিঃ নাসির আহমদ ও অন্য বার জন দাওয়াতীর নামে এক নালিশ দায়ের করেন যে, উক্ত মিঃ নাসির আহমদ ও অন্য ১২জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বিবাহের দাওয়াৎ-পত্রে নিম্নলিখিত ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করার কারণে ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী হয়েছেন: (ক) আস্ সালামু আলায়কুম (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক), বিসমিল্লাহির রাহ্মানের রাহীম (পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে), (গ) নিকাহ মাসনূনা (রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রথা মোতাবেক বিবাহ) (ঘ) নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করীম (আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা গাই ও মহা সম্মানিত রসূলের প্রতি আল্লাহ্র আশীর্বাদ কামনা করি)। স্থানীয় পুলিশ উপরোক্ত ১৩ জনের বিরুদ্ধে ২৯৮ (গ) ও ২৯৫ (গ) ধারা ভঙ্গের মুকদ্দমা দায়ের করে। এই ধারা দুটিতে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। এদের ১২ জনই ঐ সকল ব্যক্তি যাদের নামে দাওয়াত-পত্র দেয়া হয়েছিল। এই দাওয়াতীদের ১জন হল ৯মাসের এক শিশু যার নাম শাহ্ শিকান্দার বখ্ত। তদুপরি অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজন অ-আহমদী ব্যক্তিও রয়েছেন।

মিঃ নাসির আহমদ ও তার পুত্র বাবরকে ১৭ই মে তারিখে গ্রেফতার করা হয়। বাবরকে জামীনে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু মিঃ নাসির আহমদের জামীনের দরখাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক

না-মঞ্জুর (প্রত্যাখ্যান) করা হয়। সেশন জজও নাসির সাহেবের জামীনের আবেদন নাকচ করে দেন। অতঃপর জামীনের জন্য আপীল করলে ১৪ই জুলাই শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। ঐ দিন দুই জন স্ত্রীলোক ও ৩জন অ-আহমদী দাওয়াতী ব্যক্তির জামীন মঞ্জুর করা হয়। অন্যান্যদের দরখাস্ত বিবেচনাধীন রাখা হয় ও পরে নাকচ করে দেয়া হয়। লাহোরের হাই কোর্ট রায় দান করেন যে, বিবাহের দাওয়াত-পত্রে উপরোক্ত ইসলামী পরিভাষাগুলি ব্যবহার করাতে ইসলামের পবিত্র মহানবী (সাঃ)-কে অবমাননা করা হয়েছে। রায়ের এই মন্তব্য চরম ধর্মীয় বিদ্বেষের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ধর্মীয় গোঁড়ামী ও হীনমন্যতার এক বিভৎস দৃষ্টান্ত।

পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় লাহোর হাইকোর্টের রায় আগষ্ট মাসের ৫ তারিখে ফলাও করে ছাপানো হয় এবং ইহা আহমদীগণের বিরুদ্ধে নূতনভাবে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আগষ্ট মাসের ৬ তারিখেই আপীলের অনুমতি চাওয়া হয় এবং ১০ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের একজন জজ উভয় ধারার মোকদ্দমার শুনানী গ্রহণ করেন। মিঃ জাষ্টিস এ, এস, সালাম সকল আহমদীর জামীন মঞ্জুর করেন। ফলে ৮৬ দিন অকারণে কারা ভোগের পর কন্যার পিতা মুক্তি লাভ করেন।

মোকদ্দমা চলাকালে, এড্‌ভোকেট জেনারেল অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, দাওয়াত নামায় উপরোক্ত আরবী ও ইসলামী কথা ও পরিভাষা ব্যবহার করাতে মিঃ নাসির আহমদ পবিত্র মহানবীর (সাঃ) নামের অবমাননা করেছেন, যার জন্য ২৯৫ (গ) ধারা লঙ্ঘন জনিত কারণে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জেনে শুনে, ইচ্ছাপূর্বক বিদ্বেষমূলকভাবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মনে কষ্ট দানের উদ্দেশ্যে এই ইসলামী বাগ্‌ধারা ও রীতি-নীতি দাওয়াত পত্রে সন্নিবেশ করেছেন। এ কারণে তিনি ২৮৫ (ক) ধারা মতেও ১০ বৎসরের কারাদণ্ড পাওয়ার যোগ্য। তৃতীয় অভিযোগ হল অভিযুক্ত ব্যক্তি আহমদী হওয়া সত্ত্বেও এইসব ইসলামী প্রকাশ-ভঙ্গী অবলম্বন করেছেন, যাতে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে 'মুসলিম' বলে গণ্য হতে পারেন। এরূপ পন্থায় মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিও আহত হয়েছে। আর ২৯৮ ধারায় তার ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত এডভোকেট জেনারেল মিঃ ফারুক হায়দারের কোর্টে প্রদত্ত বক্তব্য বেশ মজার। তিনি বলেন, "আমাদের ধৈর্য একেবারে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে এদেশে আমরা এই লোকদিগকে (আহমদীগণকে) কোন রকমে সহ্য করে যাচ্ছি।"

উভয় পক্ষের বক্তৃতা, বিবৃতি, ব্যাখ্যা ও পরামর্শসমূহ ধৈর্য সহকারে শ্রবণের পর মহামান্য আদালত রায় দিতে গিয়ে বলেন, যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভীরতম বিবেচনা ও পরীক্ষার দাবী রাখে

তাহল, দৃশ্যতঃ লিখিত বা মুখ-নিঃসৃত শব্দাবলী উচ্চারিত হওয়া মাত্রই অবমাননা সূচিত হয়ে গেল কিনা। অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির যে কাজটিকে অপরাধ মনে করা হল, সামগ্রিক ঘটনাবলীর সার্বিকতা ও প্রেক্ষিত-পটভূমিও তলায়ে দেখা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস, ইচ্ছা, উদ্দেশ্যাবলীও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের মনে প্রথমেই এ ধারণা জেগে উঠে যে, মৌখিকভাবে উচ্চারিত এই শব্দাবলী ও বাক্যসমূহ কোন মুসলিমের মনে বা অন্য কারো মনে কোন আঘাত, বা উস্কানী ইত্যাদির অনুভূতি সৃষ্টি করে না। এমন কি এগুলি নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য মোটেই অমর্যাদাকর নয়। মুসলিমদের জন্যও এ কথাগুলিতে অপমানের কিছুই নাই। তবে যদি এমন কোন ব্যক্তি যিনি ঐ শব্দাবলী ব্যবহারকারীর বিশ্বাস নিহিত ইচ্ছা ও অন্যান্য পটভূমি সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাহলে সেক্ষেত্রে ফলাফল অভিযোগানুরূপ হবার সম্ভাবনা আছে। পাকিস্তানের মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমতও প্রকাশ করেন যে, যেহেতু এই নালিশ ও আবেদন হতে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে, শাস্তির পরিমাণ দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ড, সেহেতু এই মোকদ্দমার বিচারে একটি কর্তৃত্বপূর্ণ রায় ঘোষণার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই লাহোর হাই কোর্টের বিচারের রায় বাতিল করে মিঃ নাসির আহমদের মধ্যবর্তী জামীনকে স্থায়ী করা হল।" এতে সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের এই রুলিং ন্যায়-বিচারের দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ। তবুও আসল কথা থেকে যায় যে, আহমদী বিরোধী কুখ্যাত অধ্যাদেশের মানবতা-বিরোধী কোন ধারাই বাতিল করা হল না, যেগুলি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মধ্যে পরবর্তীকালে ঈর্ষাবশতঃ সংযোজন করা হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই মানবতা বিরোধী ধারাগুলি সংবিধানের মধ্যে বিরাজ করবে ততদিন পাকিস্তানের আহমদীদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচার চলবেই। কারণ মোল্লারা সামান্য মাত্র ছুঁতা পেলেই মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে কোন না কোন ধারার ফাঁদে ফেলে, আহমদীগণকে তাদের অত্যাচারের শিকার বানাবে। এ কাজে তারা বড় ওস্তাদ ও মুক্ত হস্ত। আসলে আহমদী বিরোধী অধ্যাদেশের ধারাগুলি এতই অবোধ্য ও অনির্দিষ্ট ধরনের যে, একজন আহমদীর দৈনন্দীন স্বাভাবিক কার্যাবলী ও সামাজিক চাল চলনের যে কোন পর্যায়ের যে কোন পদক্ষেপকেই ঐ অধ্যাদেশের আওতায় ফেলে তাকে অপরাধী বানানো যায়"।

অনুবাদ—মকবুল আহমদ খান
সম্পাদক

'তবলীগ দিবস' উদযাপন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উদ্যোগে আহমদীয়া মসজিদে গত ২৮/৪/৯৩ তারিখ বাদ আসর হইতে ২ঘন্টা ব্যাপী অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়া তবলীগ দিবসে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেক আহমদীর জন্য তবলীগ বাধ্যতামূলক এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর তবলীগ এর মোবারকপূর্ণ তাহরীক এবং দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহজাদা খান, মনোয়ার আহমদ মিন্টু, মোঃ শাহ আলম খান, মোয়াল্লেম, গোলাম কাদের স্থানীয় কায়েদ, এ, বি, এম, শফিউল আলম, রিজিওনাল কায়েদ, এবং সর্বশেষে সভাপতি খন্দকার আনু মিয়া সাহেব, স্থানীয় আমীর। উক্ত অনুষ্ঠানে খোদ্দাম, আতফাল ও আনসার সহ মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ শাহজাদা খান
নাযেম তবলীগ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

খেদমতে খালক কর্মসূচী

গত ৩রা মার্চ ক্রোড়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত কোড়া বাড়ী হালকার একজন গয়ের আহমদী ভাইয়ের বাড়ীতে আগুন লাগে যোহরের নামাযের সময়। আগুনে বাড়ীর সব কিছু ভস্মীভূত হয়। এতে প্রায় ঐ ব্যক্তির ৪/৫ লাখ টাকা ক্ষতি হয়। মঃ খোঃ আঃ ক্রোড়ার ৫ জন খোদ্দাম আগুন নিবানোর কাজে খুবই সাহায্য করেন। ক্রোড়া জামাতের পক্ষ থেকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকার টোকেন অনুদান দেয়া হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান; ডি, সি, সহকারী এস, পি সহ বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে উক্ত জায়গা পরিদর্শন করেন এবং নগদ টাকা-পয়সা এবং কাপড়-চোপড় ও খাদ্য অনুদান হিসেবে দেন।

আমরা যে সাহায্য করেছি তাতে তাঁরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।

মইনুল হক ভূঁইয়া
মোতামাদ, মঃ খোঃ আঃ, ক্রোড়া

ওয়াকারে আমল

গত ২৪শে মার্চ সকাল ১০টা থেকে ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং দুপুর ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বগুড়ার পরিচালনায় এক ব্যাপক ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৯জন খোদ্দাম, ১জন আনসার ও ২ জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

মোহ্তামীম এশায়াত
ম, খো, আ, বাংলাদেশ

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জের আতফাল নাজমুস্ সাকিব ১৯৯২ইং সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় নারায়ণগঞ্জ সদরের নূতন গোগনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। সে নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট সাহেবার বড় নাতী।

আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাকে আগামী দিনেও এভাবে সফলতা দান করেন এজন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করিতেছি।

মঈন উদ্দিন আহমদ (মঈন)
সেক্রেটারী যিয়াফত

শোক সংবাদ

উত্তর আহমদী পাড়া (কান্দিপাড়া) নিবাসী মোহাম্মদ সুরুজ মিয়ার বয়স ৯৬ বৎসর। গত ২০/৪/৯৩ ইং তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ৫-০০ ঘটিকায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে··· রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি মেয়ে, নাতী, নাতনী রেখে গেছেন। তার রূহের মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ্ যেন তাহাকে বেহেশ্‌ত নসীব করেন।

খন্দকার আনু মিঞা
আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

---

২৯ পাতার পর

জামাতে আহমদীয়ার প্রতিটি লোকের এই দাবী যে, সে আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী বিধায় প্রকৃত মুসলমান। কেবল দাবীই যথেষ্ট নয়। যদি সতিকারভাবে কর্মময় জীবনে প্রতিটি আহমদী ইসলামের প্রতিটি অনুশাসন মেনে নবী আকরম (সাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী না হয় তাহলে সে তার কথায় মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তাই জামাতকে নামাযের সম্বন্ধে বেশী বেশী তাগিদ করে আসছেন। মোবাহালা চলাকালীন সময়ে তিনি বলেছিলেন—"আমি নিখিল বিশ্বের সকল জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করছি তারা যেন নিজেদের গৃহের পর্যবেক্ষণ করেন। যেখানে ইবাদতের ক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে সেখানে দুর্বলতা দূর করেন ··· ··· আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর ফলশ্রুতিতে জামাতে আহমদীয়া সারা বিশ্বে যখন নামাযের জেহাদে আত্ম নিয়োজিত হবে তখন সে সকল নামাযের সুবাদে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌তা'লার সাথে 'তাল্লুক' এবং সম্পর্ক বৃদ্ধি লাভ করবে, নামাযে দোয়ার তৌফীক লাভ করবে।" সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হুযুর (আইঃ) নামাযের গুরুত্ব সম্বন্ধে বার বার জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তিনি ১১-৯-৯২ তারিখের জুমুআর খুতবায় বলেন—"ঐ সব লোক যারা নামাযে অলস তারা বড়ই হতভাগ্য। তারা নিজেদের জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে আর আগামী দিনের জন্যেও তাদের কোন লাভ হতে পারে না"। হুযুর (আইঃ) বলেন—"সর্ব প্রকার অনিষ্টের একই সমাধান, সর্বপ্রকার রোগের একই প্রতিকার আর তাহলো ইবাদতের (উপাসনার) প্রতিষ্ঠা"। আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে যুগ ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইবাদতে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

নামায

সম্পাদকীয়

ইসলামের একটি বিশেষ ও সার্বজনীন রোকন নামায তথা সালাতকে বাদ দিয়ে এক-জন মুসলমানের জীবনকে কল্পনাই করা যায় না। হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর গোটা জীবনই আমরা দেখতে পাই নামাযের কল্যাণে ভরপুর। নবী জীবনের উষালগ্ন থেকে শুরু করে জীবনের সায়াহ্ন অব্দি আমরা তাঁকে নামায পড়তে দেখি। এমনকি মৃত্যু-শয্যায় থেকেও তিনি বিবি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছেন, নামাযের সময় হয়েছে কিনা হলে মুমেনদের নামায পড়া দেখে তিনি তাঁর নয়নকে তৃপ্ত করবেন। অসুস্থ অবস্থায় সাহাবাদের কাঁধে ভর দিয়ে এসে তিনি নামায আদায় করেছেন আজন্ম বন্ধু ও পরম অনুরাগী ভক্ত হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ইক্তেদায়। যে তিনটি জিনিষ প্রিয় নবীর নিকট সবচে' বেশী পসন্দনীয় ছিল তন্মধ্যে নামাযের স্থান সর্বগ্রে। আল্ কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা নামাযের এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কমপক্ষে ৮২ বার তাঁর দাসদের নামায কায়েম করার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন—নামায বেহেশ্‌তের চাবি স্বরূপ। মুমেনের মে'রাজ। জেনে শুনে যে নামাযকে পরিত্যাগ করবে সে কাফের। নামায মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। নামায আত্মার কলুষতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয় ইত্যাদি।

যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেছেন—"যে ব্যক্তি পাঁচ বারের নামায নিষ্ঠার সাথে আদায় করে না সে আমার জামাতভুক্ত নয়" (কিশতিয়ে নূহ্)। তিনি আরও বলেছেন—"যে ব্যক্তি খোদাতা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে চায় আর তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার আকাংখা পোষণ করে তার জন্যে নামায একটি বাহন স্বরূপ যার ওপর চড়ে সে শীঘ্র পৌঁছে যেতে পারে। যে নামাযকেই ছেড়ে দিল সে কিভাবে (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছবে"। (মলফুযাত : পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) নামাযের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন তন্মধ্যে দু'টো কথা নিম্নরূপ :

"যে সময় কোন ব্যক্তি কোন নামাযকে ছেড়ে দেয় সে সময়ই সে আহমদীয়াত থেকে বের হয়ে যায়।" (আল্ ফযল : ৭ই জুন, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ)

"যে নামাযকে ছেড়ে দেয় আমি তাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তার কখনও ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হবে না। মৃত্যুর পূর্বে তার ওপরে এমন দুর্ঘটনা আপতিত হবে যার ফলে সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে এবং এভাবে সে বেঈমান হয়ে মারা যাবে"। (আল্ ফযল : ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ)

অবশিষ্টাংশ ৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

15th May, 1993 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীঅত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury